জাতীয়
ভোটার
দিবস
২ মার্চ ২০২২

বাংলাদেশের
সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

"মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
রক্ষা করব ভোটাধিকার"

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২

নি ক
বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

www.ecs.gov.bd

প্রকাশকাল
২ মার্চ ২০২২

প্রকাশক
জনসংযোগ অধিশাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ডিজাইন
মোঃ ছাদিকুর রহমান (রিপন)
এফ আর প্রিন্টিং

প্রিন্টিং
জিপি এন্টারপ্রাইজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর বাণী	৭
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এম.পি এর বাণী	৯
মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কাজী হাবিবুল আউয়াল এর বাণী	১১
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান (অব.) এর বাণী	১৩
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব রাশেদা সুলতানা এর বাণী	১৫
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ আলমগীর এর বাণী	১৭
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ আনিছুর রহমান এর বাণী	১৯
সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এর বাণী	২১
সম্পাদকীয়	২৩
জাতীয় ভোটার দিবস: প্রসংগ কথা	২৫
“জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব, প্রতিশ্রুতি ও প্রাসংগিকতা” ৪র্থ ভোটার দিবস - ০২ মার্চ ২০২২	৩০
Gender Assessment of the Bangladesh Election Commission	৩৩
ইভিএম ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিত ও প্রস্তাবনা	৪০
voter list preparation process of Bangladesh Election Commission	৪৬
রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি: ফলাফল তৈরি ও সরবরাহের একটি সহজতর ভাবনা	৪৯
Festive election	৫০
জাতীয় পরিচয়পত্র এবং তদসংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ন কর্মকান্ড	৫২
এনআইডি’র সাতকাহন	৬০
A Journey of Ideas and Experiences	৬২
নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট	৬৫
সাহিত্য বিভাগ	৬৭
ভোটার ভুতের গল্প	৬৯
সেলফি	৭০
সাঁঝের রংধনু	৭২
পৃথিবীতে ঘুষ-দুর্নীতি যেভাবে এল	৭৪
কবিতা	৭৫
প্রত্যয়	৭৭
এনআইডি বচন	৭৮
আরেক স্বাধীনতা	৭৯
তোমার জন্ম দিনে	৮০
ফটো গ্যালারি	৮১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৭ ফাল্গুন ১৪২৮
২ মার্চ ২০২২

'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশে চতুর্থবারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দেশের জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিপাদ্যটি যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন এবং তার নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন নিয়মিত ভিত্তিতে যোগ্য নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, মৃত ভোটারদের নাম কর্তন ও স্থানান্তরিত ভোটারদের স্ব স্ব ভোটার এলাকায় নাম স্থানান্তরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ জাতীয় ভোটার দিবসে হালনাগাদ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় অর্জন। সর্বশেষ ২০১৯ সালের হালনাগাদকরণ কার্যক্রমে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধিতদের এবং ২০২২ সালের ২ মার্চ পর্যন্ত পরিচালিত হালনাগাদ কার্যক্রমে নিবন্ধিতদের রিভাইজিং অথরিটির নিকট উত্থাপিত দাবী-আপত্তি নিষ্পত্তির পর এই ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকাভুক্তির পাশাপাশি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রও প্রদান করে থাকে। আঠার বছরের উর্ধ্বের সকল নাগরিকের পরিচিতি সংক্রান্ত ডেমোগ্রাফিক এবং ছবি ও আঙুলের ছাপসহ অন্যান্য বায়োমেট্রিক তথ্য কম্পিউটারভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করছে যা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে নাগরিক পরিচিতি যাচাই ও সেবা নিশ্চিত করছেন। আমি আশা করি, নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি সঠিকভাবে ও দ্রুততম সময়ে জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা প্রদানে নির্বাচন কমিশন জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল পর্যায়ের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশন তাদের সেবা কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভোটগ্রহণ পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ব্যবহার শুরু করেছে যা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক। নির্বাচন কমিশনকে তাদের এ উদ্যোগের জন্য আমি সাধুবাদ জানাই। দেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবে – এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২' উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২ মার্চ ২০২২ তারিখে দেশে চতুর্থবারের মত জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মনে করি এবারের প্রতিপাদ্যটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে এবং তা ভোটারদের মধ্যে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করবে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দেওয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গঠনের বিধান রয়েছে। এসব নির্বাচনের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা । আর ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব।

সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব হিসাবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি পদের এবং জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংসদের নির্বাচনি এলাকাসমূহের সীমানা নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়া আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। বৈশ্বিক কোভিড-১৯ অতিমারী সত্বেও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন বিগত দুই বছরে জাতীয় সংসদের সকল উপনির্বাচন ও সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করেছে। এছাড়া পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নির্বাচন উপযোগী প্রায় সকল সাধারণ নির্বাচন কমিশনের দক্ষ পরিচালনায় সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনগুলো ছিল খুবই উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। অধিকন্তু নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর ব্যবহার বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এসকল কর্মযজ্ঞের জন্য আমি নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানাই।

জাতীয় বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একজন নাগরিককে অবশ্যই ভোটার হতে হবে। তাই জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকাভুক্ত হয়ে আগামী সকল নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস জাতীয় ভোটার দিবসের এ আয়োজন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর চেতনাকে ধারণ করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ উদযাপনের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আনিসুল হক, এমপি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন চতুর্থবারের মত জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করছে। এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার"। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে তাঁর স্মরণে এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিকগণ প্রতিনিধি বা নেতৃত্ব নির্বাচন করে থাকে। দেশের জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভোটাধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিপাদ্যটি ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত রয়েছে। সংবিধানের অনুশাসন মেনে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য জাত, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় ভোটার দিবসে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এবং ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ এর বিধান অনুসরণ করে বিভিন্ন ধাপে নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রতিবছর ২ জানুয়ারি হতে ২ মার্চ সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানা নির্বাচন অফিসে গিয়ে ভোটার হওয়ার যোগ্য নাগরিক সারা বছরই ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নিবন্ধন করতে পারেন। ভোটার নিবন্ধনের জন্য ছবি, দশ আঙ্গুলের ছাপ ও চোখের আইরিশের ছবি তোলা হয়-যাকে সাধারণভাবে বায়োমেট্রিক তথ্য বলে অভিহিত করা হয়। নির্বাচন কমিশন সকল ভোটারের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রমপুঞ্জিত আকারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে এবং ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্রও প্রদান করে। নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই ডাটাবেইজের নির্ধারিত তথ্য যাচাই করতে পারে। নাগরিক সেবা প্রাপ্তির জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া আবশ্যক। তাই সকল যোগ্য নাগরিককে আহবান জানাই তারা যেন সঠিক তথ্য প্রদান করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন এবং বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির পথ সুগম করেন।

যোগ্য নাগরিক ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এটিই নির্বাচন কমিশনের প্রত্যাশা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর মহান স্মৃতিকে স্মরণ করে এবারের প্রতিপাদ্যের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদাত্ত আহবান জানাই । ভোটার দিবসের সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি। জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২ উপলক্ষে আমি সকল ভোটারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কাজী হাবিবুল আউয়াল

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর স্মৃতিকে ধারণ করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবার জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ তথা আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে। এ দুটি প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য "মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত নির্বাচন কমিশনও তার অধীনস্থ সচিবালয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসের মাধ্যমে জনগণের সেবা প্রদান করে থাকে। জাতীয় ভোটার দিবস নির্বাচন কমিশনের অংশীজনদের সাথে নির্বাচন কমিশনের সকল দপ্তরের সেবার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করবে এটি আমার প্রত্যাশা।

নির্বাচন কমিশন যোগ্য নাগরিকদের ভোটার তালিকাভুক্তির পাশাপাশি জাতীয় পরিচয়পত্রও প্রদান করে থাকে। যোগ্য প্রতিটি নাগরিক যাতে সহজে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যাতে একবার নির্বাচন অফিসে গিয়েই কোন ব্যক্তি নিবন্ধনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন সে দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ভোটার হওয়ার জন্য যে অন-লাইনে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে একজন আবেদনকারী তার সময় বাঁচাতে পারেন এবং নিজের দেয়া তথ্য যাচাই করতে পারেন এ বিষয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারণা বাড়ানো প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি ৩১ লক্ষ এবং তাদের সকলের ব্যক্তিগত তথ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত আছে। এই বিপুল সংখ্যক নাগরিকের জাতীয় পরিচয় সংক্রান্ত সেবাদান নিঃসন্দেহে একটি বড় ও প্রশংসনীয় কাজ। তাই জাতীয় পরিচয় সংক্রান্ত সেবা ও তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে সাথে ভোটারদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। রাষ্ট্রের এ মূলনীতি অনুসরণে জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি নির্বাচন ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে হয়ে থাকে। জাতীয় ভোটার দিবসে আঠার বৎসর বা এর বেশী বয়সের যোগ্য সকল নাগরিককে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও সকল নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহবান জানাই।

জাতীয় ভোটার দিবসে সকল ভোটারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ব্রিগে. জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান (অব.)

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

২ মার্চ 'জাতীয় ভোটার দিবস'। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন চতুর্থ বারের মত জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কালে এবারের জাতীয় ভোটার দিবস বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। সে ধারাবাহিকতায় এবারের প্রতিপাদ্য "মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভোটাধিকার প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত সকল নির্বাচন পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনসমূহের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ সকল আইনানুগ দায়িত্ব পালনের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন তথা ভোটদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে কয়েক বছর পরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে কোন সময় নিজ উদ্যোগে যোগ্য ব্যক্তিগণ স্থানীয় উপজেলা নির্বাচন অফিসে বা থানা নির্বাচন অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির সময় একজন ভোটার হলফ করে যে তথ্য প্রদান করেন সে তথ্যের ভিত্তিতেই সে ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। ভোটার নিবন্ধনের সময় ভুল তথ্য প্রদানের কারণে অনেকে পরবর্তীতে তথ্য সংশোধনের জন্য ভোগান্তিতে পড়ছেন। আমি এ বিষয়ে ভোটারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার জন্য আহ্বান জানাই।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপি পালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 'জাতীয় ভোটার দিবস' দেশের সকল নাগরিক বিশেষতঃ যারা এখনও ভোটার তালিকাভুক্ত হননি, তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমার প্রত্যাশা। আমি এ দিবসের গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি এবং জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ উপলক্ষে দেশবাসীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২৮/২/২০২২

রাশেদা সুলতানা

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

০২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন চতুর্থ বারের মত জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণে 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার' প্রতিপাদ্য নিয়ে এবারের ভোটার দিবস পালিত হচ্ছে। ভোটার দিবসের সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ এবং জনগণের ক্ষমতায়নে জাতীয় ভোটার দিবস বিশেষ গুরুত্ব রাখবে বলে আমি মনে করি।

ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে একজন নাগরিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারে। গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার বিকাশে ভোটার হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে কোন সময় নিজ উদ্যোগে যে কোন যোগ্য নাগরিক স্থানীয় উপজেলা নির্বাচন অফিসে বা থানা নির্বাচন অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধনের সময় যথাযথ ও সঠিক তথ্য দেয়া প্রয়াজন। কারণ এই তথ্যগুলি জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভুল তথ্য প্রদানের কারণে পরবর্তীতে বিভিন্ন নাগরিক সেবা পেতে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। আমি এ বিষয়ে ভোটারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার জন্য আহ্বান জানাই ।

জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপি পালনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন হতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমি এ দিবসে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আলমগীর

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

"মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার" এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২ মার্চ ২০২২ চতুর্থবারের মত জাতীয় ভোটার দিবস উযাপিত হতে যাচ্ছে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়।

মার্চ মাস আমাদের জাতীয় জীবনে ঐতিহাসিক তাৎপর্যমন্ডিত একটি মাস। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের দিন, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। এ ঐতিহাসিক মাসে ২ মার্চ কে জাতীয় ভোটার দিবস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ দিনটি নির্বাচন কমিশন ও দেশের সকল ভোটারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি পদের ও জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে এবং রাষ্ট্রপতি পদের ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন পরিচালনা করে। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনও পরিচালনা করে থাকে। এসব নির্বাচনের দ্বারা জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ভোটাররাই অংশগ্রহণকারী মূল অংশীজন। যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী ও নির্বাচক উভয়কেই আবশ্যিকভাবে ভোটার হতে হবে। জাত, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সব যোগ্য নাগরিক যদি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের পথ সুগম হতে পারে। জাতীয় ভোটার দিবসে সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং সব নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানাই।

জাতীয় ভোটার দিবসের সাফল্য কামনা করছি। জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২ উপলক্ষে আমি সকল ভোটারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আনিছুর রহমান

সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

বাণী

‘মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার’ এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে এবছর চতুর্থবারের মত জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপিত হচ্ছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপি পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ হতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ভোটাধিকার প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এবারের প্রতিপাদ্যটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভোটাধিকার চর্চার মাধ্যমে বাঙালী জাতির স্বাধীকারের সফল সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান বা প্রার্থী হওয়ার জন্য ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি পূর্বশর্ত। বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থার নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণার তারিখ হতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ব্যতিত, অন্য যে কোন সময় নিজ উদ্যোগে যোগ্য নাগরিকগণ অনলাইনে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে এবং স্থানীয় উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসে উপস্থিত হয়ে ছবি ও আংগুলের ছাপসহ অন্যান্য বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান করে ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারেন।

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির সময় একজন ভোটার যে তথ্য প্রদান করেন, সে তথ্যের ভিত্তিতেই জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। আমি এ বিষয়ে ভোটারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার জন্য আহ্বান জানাই।

‘জাতীয় ভোটার দিবস’ দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে ভোটার তালিকাভুক্তি ও ভোটাধিকার চর্চার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ ও এ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনের প্রাণ শক্তি হলো ভোটার। আর ভোটারকে নির্বাচনে ভোটদান এবং ভোট যে ভোটারের একটা মহামূল্যবান সম্পদ তা তাদেরকে অনুধাবন করাতে জাতীয় ভোটার দিবসের কোন বিকল্প নেই। ভোটার দিবস দেশের জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র, নির্বাচন, সুশাসন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সদা জাগ্রত। পৃথিবীর যে কোন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মতোই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে বছর জুড়েই নানা ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে বাংলাদেশের এ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর মূল কাজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তা হালনাগাদ করা। এছাড়াও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

এবার জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হচ্ছে। ঢাকাসহ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে র‍্যালী, আলোচনা সভা, প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানে ব্যানার ঝুলানো, পোস্টার সাঁটানো, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি।

২ মার্চ, ২০২২ জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন উদ্যোগের বাহন হলো এ স্মরণিকা। এ স্মরণিকা প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তা করার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা প্রকাশে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব মহোদয়সহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই স্মরণিকা প্রকাশ কমিটিকে। স্বল্প সময়ে স্মরণিকা প্রকাশের কারণে ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্মসচিব (চ.দা.)

জাতীয় ভোটার দিবস: প্রসংগ কথা

- অশোক কুমার দেবনাথ

মানুষ কবে কোথায় প্রথম ভোট দেয় তার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও, বহু পূর্বে যে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি বা নেতা নির্বাচন করা হত তার প্রমান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমে ভোট প্রদানের ছবি খোদিত মুদ্রা পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচীন গ্রিস ও প্রাচীন রোমে নির্বাচনের প্রচলন ছিল। গোটা মধ্যযুগে পবিত্র রোমান সম্রাট ও পোপের মত শাসক বাছাই করতেও নির্বাচনের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন ভারতেও কোথাও কোথাও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজারা বাছাই করতেন রাজাদের। তবে আধুনিক 'নির্বাচন' হলো জনগণের ভোটে সরকার বা প্রতিনিধি নির্বাচন। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে যখন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ধারণা এল তার আগে পর্যন্ত জনসাধারণকে দিয়ে সরকারি পদাধিকারী বাছাইয়ের এই আধুনিক 'নির্বাচন' বিষয়টির প্রচলন হয়নি। আধুনিক বিশ্বে 'গণতন্ত্র' হ'ল সফল একটা রাজনৈতিক ধারনা। গণতন্ত্র তখনই ভালোভাবে কাজ করে যখন জনগন স্বত:স্ফুর্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট প্রদান করতে পারে।

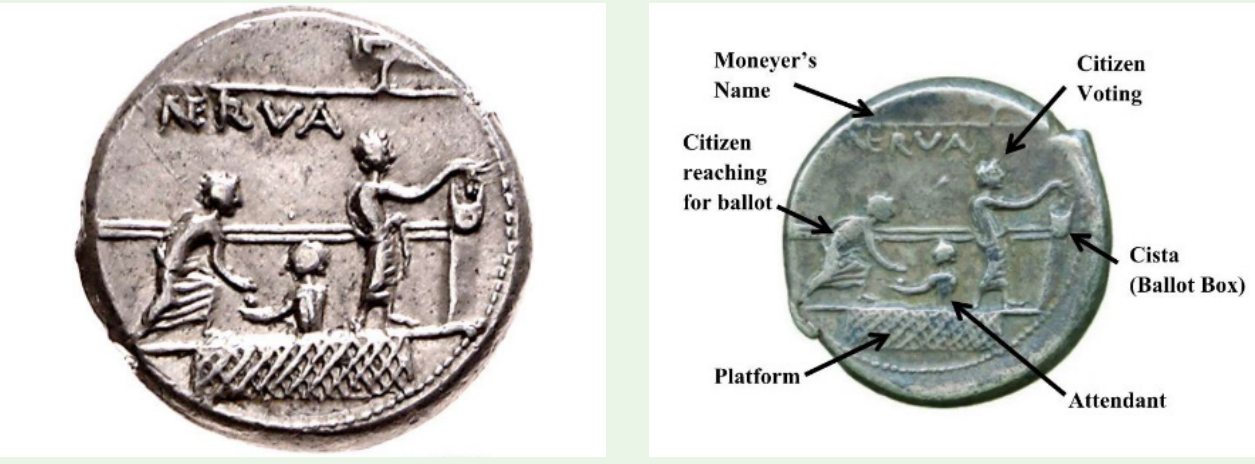

প্রাচীন রোমান মুদ্রায় খোদিত ভোট প্রদানের চিত্র

ভোট প্রদানের অধিকার গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক ভোটাধিকার পায় বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে। প্রথম দিকে শুধুমাত্র পুরুষরাই ভোট দিতে পারতেন। নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের জন্য দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এসে ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইডেন, কিছু অস্ট্রেলিয় উপনিবেশ এবং পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অঙ্গরাজ্যের নারীরা সীমিত আকারে ভোটের অধিকার অর্জন করেন। এর কিছু পরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী অধিকার সংগঠন গঠনের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করা হয়। এর মধ্যে ১৯০৪ সালে জার্মানির বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী ভোটাধিকার মৈত্রী উল্লেখযোগ্য, যারা নাগরিক হিসেবে নারীর সমান অধিকারের জন্যও কাজ করতেন। বিশ্বে প্রথম ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ড তাদের নারীদের ভোটাধিকার দেয়। নিউজিল্যান্ড তখন ব্রিটেনের একটি কলোনী ছিল। ১৮৯৪ সালে বৃটেনের দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া কলোনীও নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করে। সেখানে ১৮৯৫ সালের নির্বাচনে নারীরা ভোট দিতে যান। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াতে নারীরা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান। ১৮৮৯ সালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়ও নারীদের পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অস্ট্রেলিয় কমনওয়েলথ গঠন করলে বাকী উপনিবেশগুলিতেও নারীরা নির্বাচনে প্রার্থিতা এবং ভোটপ্রদানের অধিকার অর্জন করেন।

ইউরোপে ফিনল্যান্ডে (ফিনল্যান্ড তখন রুশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) সর্বপ্রথম নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেন এবং ১৯০৭ সালে ফিনল্যান্ডের নির্বাচনে নারীরা প্রথমবারের মত সংসদে নির্বাচিত হন। ১৯১৩ সালে নরওয়ে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে নারীদের পূর্ণ ভোটাধিকার প্রদান করে। দুই বিশ্বযুদ্ধ-মধ্যবর্তী পর্বে বেশীর ভাগ স্বাধীন রাষ্ট্র নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করে। কানাডা ১৯১৭ সালে, যুক্তরাজ্য ১৯১৮ সালে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯২০ সালে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হয় (১৯তম সংশোধনী)। সুসান এন্থনী (Susan Anthony) নামে এক নারীর আন্দোলনের ফলে নারীরা ভোটাধিকার পান বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীকে 'এন্থনী সংশোধনী'(Anthony Amendment) বলে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে নারীরা দেরীতে ভোটাধিকার পান। স্পেনে ১৯৩১ সালে, ফ্রান্সে ১৯৪৪ সালে, ইতালিতে ১৯৪৬ সালে, গ্রিসে ১৯৫২ সালে, সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে নারীরা ভোট দেবার অধিকার পান। ইউরোপ এ নারীরা যখন সার্বজনীন ভোটধিকারের (Universal suffrage) জন্য আন্দোলন করতেন, পুরুষরা এ বিষয়টিকে খারাপভাবে দেখতেন। যে সকল নারী ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করতেন তারা প্রায়শই পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতেন। ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলনরত নারীদের তখন 'সাফ্রেজেট' বলা হত, যা তখন একটা গালি হিসাবে ব্যবহৃত হত।

লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ ১৯৪০-এর দশকে নারীদের ভোট প্রদানের অধিকার প্রদান করে। প্যারাগুয়ের নারীরা সর্বশেষ দেশ হিসেবে ১৯৬১ সালে এই অধিকার পায়। ভারতের প্রায় সব এলাকায় ১৯১৯-১৯২৯ সালের মধ্যে নারীরা ভোটাধিকার পায়। ভারত তখন ব্রিটিস কলোনী ছিল। ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন (Government of India Act, ১৯১৯) প্রবর্তনের ফলে এ কাজটি সহজতর হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশের অন্যতম পুরাতন রাজনৈতিক দল ভারতীয় কংগ্রেস এর ১৯১৭ সালে সভাপতি ছিলেন একজন ব্রিটিস নারী নাম এ্যানি বেসান্ত (Annie Besant)। তার জন্য আইন প্রণয়ন ও নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের পথ সুগম হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্জিত হলেও ভোটারের ন্যুনতম বয়স নির্ধারনের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ভোটার হওয়ার ন্যুনতম বয়স ছিল ২১-২৫ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে ভোটারের ন্যুনতম বয়স কমিয়ে আনা হয়। বয়স কমানোর ক্ষেত্রে যুক্তি ছিল, যদি ১৮ বছর বয়সে যুদ্ধে যাওয়া যায়, তবে ১৮ বছর বয়সে ভোটও দেয়া যাবে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ভোটারের ন্যুনতম বয়স ১৮ বছর করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান Pew Research Center এর জরিপ অনুযায়ী বিশ্বে বর্তমানে ২৩৭ টি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ২০৫ টি দেশে ভোটার হওয়ার ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর, ১২ টি দেশের জনগণ ১৮ বছরের কম বয়সে ভোট দিতে পারে। সব চেয়ে কম বয়সে ভোটার হওয়া যায় ১৬ বছর বয়সে-আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া এবং ব্রাজিল এ। সব চেয়ে বেশী বয়সে ভোটার হতে হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত এ- ২৫ বছর বয়সে। আবার ইতালি তে দুই ধরনের বয়স ব্যবহার করা হয়, পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে ভোটের জন্য ১৮ বছর এবং উচ্চ কক্ষ বা সিনেটে ভোটের জন্য ২৫ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়। জাপান ২০১৬ সালে ভোটারের বয়স ২০ বছর থেকে ১৬ বছরে কমিয়ে আনে। বিতর্ক শুরু হলে পরে আবার বাড়িয়ে ১৮ বছর এবং ১৯ বছরে নির্ধারণ করা হয়। ইরান ও ভোটারের বয়স কমিয়ে ১৫ বছর নির্ধারণ করে, তবে ২০০৭ সালের পর আবার তা বাড়িয়ে ১৮ বছর বয়সে নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশেও ভোটার হওয়ার ন্যুনতম বয়স ১৮ বছর যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে নিম্নরুপ বিধান রয়েছে :

১২২ (১) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১২২ (২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত না হইয়া থাকেন।]

ভোটার তালিকাভুক্তির পর সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটা ভোটার তালিকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আইন রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ (১)(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর ১৯৭২ সালের ০১ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ঐ দিন সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী'র নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে দেশে 'ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯' এবং 'ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২' অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০০৮ সাল থেকে সম্পূর্ণ কম্পিউটারভিত্তিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের ছবি, আইরিশ ও আঙুলের ছাপের বায়োমেট্রিক তথ্যসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে আসছে এবং তা একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে ক্রমপুঞ্জিতভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে বর্তমানে প্রায় ১২ কোটি ভোটারের বায়োমেট্রিক তথ্য সংরক্ষিত আছে।

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ভোট গ্রহণ করা হয় ব্যালটের মাধ্যমে। স্বল্প সংখ্যক দেশে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশে বেশ কিছু নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনগুলি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভোট দেয়ার প্রচলন আছে। বর্তমানে আর্মেনিয়া, কানাডা, এস্টোনিয়া ও সুইজারল্যান্ডে ভোটাররা ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভোট প্রদান করতে পারেন। শুধুমাত্র গাম্বিয়া তে মার্বেল দিয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটাররা মার্বেলগুলি প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত ড্রামে ফেলে ভোট প্রদান করে থাকে।

পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশে ভোট দেয়া ভোটারের ইচ্ছাধীন (Optional)। বাংলাদেশেও ভোট দেয়া ভোটারের ইচ্ছাধীন। কিন্তু বেশ কয়েকটি দেশে নির্বাচনে ভোট দেয়া বাধ্যতামূলক (Mandatory), যেমন : আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, সাইপ্রাস, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ফিজি এবং প্যারাগুয়ে। নিউজিল্যান্ড, টোঙ্গা এবং যুক্তরাজ্যে ভোটার রেজিস্ট্রেশন না করলে জরিমানা দিতে হয়। বাংলাদেশে ভোটার রেজিস্ট্রেশন ইচ্ছাধীন। তবে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের সাথে নাগরিক পরিচয় পত্রের (এনআইডি) সম্পর্ক থাকায় এবং নাগরিক পরিচয় পত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় জনগন ভোটার রেজিস্ট্রেশন করতে অনেকটা বাধ্য হন।

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে ভোটার দিবস পালন করা হয়ে থাকে। সার্কভূক্ত দেশসমূহের নির্বাচনি সংস্থা Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহে ভোটার দিবস পালনের অঙ্গীকার করা হয়। বাংলাদেশ FEMBoSA-এর উদ্যোক্তা সদস্য দেশ হওয়ায় জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ২ মার্চ তারিখকে 'জাতীয় ভোটার দিবস' ঘোষণা করেছে। ২০১৯ সালে প্রথম বারের মত ভোটার দিবস পালন করা হয়। এবছর চতুর্থ বারের মত জাতীয়ভাবে দিবসটি দেশব্যাপী উদযাপন করা হচ্ছে।

ভোটার হওয়া একজন নাগরিকের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে ও ভোটার তালিকা থেকে বাদপড়া একজন নাগরিক ভোটার তালিকায় কীভাবে নাম নিবন্ধন করবেন, নিবন্ধনের জন্য কী কী দলিলাদি প্রয়োজন, কোথায় নিবন্ধিত হবেন, কেন ভোটার হবেন, কেন ভোট দেবেন ইত্যাদি বিষয়ে গণসচেতনতা প্রয়োজন। ভোটার দিবসে এই ধরনের গনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সেবাদানের স্বার্থে ইন্টারনেট সংযুক্ত একটি নির্ভরযোগ্য কম্পিউটারভিত্তিক ও ডিজিটাল তথ্যভান্ডার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ সেই অভাবটি সফলভাবে পুরণ করেছে। উল্লেখ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য ভান্ডারে নাগরিকদের প্রায় ৪৬ ধরণের তথ্য রয়েছে। দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের এত ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান নির্বাচন কমিশনের প্রতি সর্বসাধারনের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। নির্বাচন কমিশনের সাথে ১৫৯টি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তি রয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ থেকে

online এ জাতীয় পরিচিতি নম্বর (NID) ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতাদের পরিচয় সংক্রান্ত নির্ধারিত তথ্যসমূহ যাচাই করতে পারে। বর্তমানে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রকে অনেকক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করেছে। তাই সকল যোগ্য নাগরিকেরই উচিত স্ব-উদ্যোগে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় প্রদত্ত পরিচিতিমূলক তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক নাগরিককে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির পরপরই জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।

ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা

ভোটার হওয়া ও ভোট প্রদানের অধিকার প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। জাতির পিতা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাতে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের এই অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, "সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।" সংবিধানের ১২২ (১) বলা হয়েছে, "প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।" দেখা যাচ্ছে, ভোটার হওয়া ও ভোটপ্রদান নাগরিকদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার।

গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ভোটাধিকার গণতন্ত্রের মূল সোপান। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে নাগরিকগন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির পিতার আকাংখা তথা দর্শন অনুযায়ী সরকার পরিচালনার জন্য জনগন কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারকে সমুন্নত করার লক্ষ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি বা জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত তথ্য সংশোধনের জন্য ভোটারগণ নির্বাচন কমিশনের ওয়েব পোর্টালে services.nidw.gov.bd ঢুকে আবেদন করতে পারেন। আবেদন সম্পন্ন হলে আবেদনকারীর মোবাইল ফোনে এর অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়। ভোটার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানা নির্বাচন অফিসে (মেট্রোপলিটন এলাকায়) গিয়ে ছবি ও আংগুলের ছাপসহ অন্যান্য বায়োমেট্রিক্স প্রদান করে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে আবেদনে চাহিত সংশোধিত তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বস্তুনিষ্ঠ বিবেচিত হলে প্রদত্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ভোটারের ডাটাবেইজে ক্ষেত্রমত সংযোজন, বিয়োজন বা প্রতিস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে ভোটারকে তার দাবীকৃত সংশোধিত তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে।

জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের যে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে একজন নাগরিককে অবশ্যই ভোটার হতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকায়

অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। যে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও একজন নাগরিককে তিনি যেখানে ভোট দিতে চান তাকে সেই এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। যদি কোন ভোটার তার বাসস্থান পরিবর্তন করে তার পূর্বের ভোটার এলাকা পরিবর্তন করেন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় তার নিবন্ধিত নাম স্থানান্তর করে সেখানে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এজন্য তাকে তার বসবাসরত এলাকার উপজেলা বা ক্ষেত্রমত, থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে তার নাম স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য, যেখানে স্থানান্তরিত হতে চান সেখানে কোন ভাবেই নতুন করে ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা যাবে না। এটি করলে তার আগের নিবন্ধনটিও স্থগিত হয়ে যাবে। এতে তিনি নাগরিক সেবা পেতে সমস্যায় পড়তে পারেন। একাধিকবার ভোটার নিবন্ধন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ভোটার দিবস মূলত ভোটারদের জন্য নিবেদিত দিবস। এসময় সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার হওয়ার জন্য সচেতন করা হয় এবং ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়, নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় ভোটারদের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এবারের ভোটার দিবস মুজিব বর্ষের চেতনায় উৎসর্গীকৃত। সকল যোগ্য নাগরিক যদি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত থাকেন এবং তারা সকলেই যদি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং যোগ্য ভোটাররা যদি প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন তবে প্রশাসনের সকল স্তরে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং গণতন্ত্রের সুফল জনগন পেতে পারেন ।

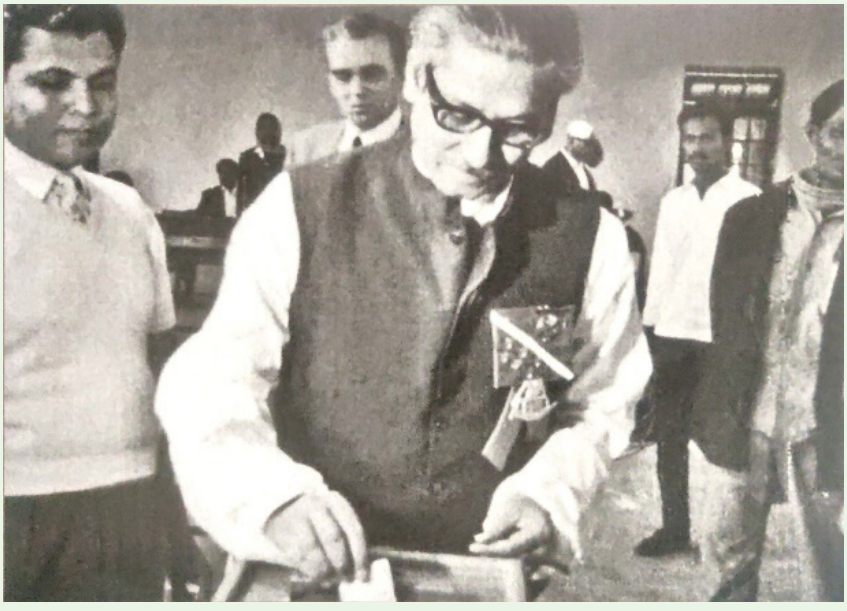

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভোট প্রদান করছেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন এ দেশের মানুষের স্বাধীকারের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। জনগণের প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশ শাসনের দাবী আদায়ের জন্য তিনি দীর্ঘ কারাভোগসহ নানা নিপীড়ন সহ্য করেছেন। তাই মুজিব শতবর্ষ স্মরণে এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “মুজিব বর্ষের অংগীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার”। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবর্ষের জাতীয় ভোটার দিবসে তার গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের উর্ধ্বে থেকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করতে পারে। ত্রুটিমুক্ত ভোটার-তালিকা যে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে একজন যোগ্য নাগরিকও ভোটার তালিকার বাইরে থাকবে না। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যদি ভোটার তালিকাভুক্ত হন তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনে ও দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং একই সাথে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল নাগরিক সেবা প্রাপ্তিও তার জন্য সহজ হবে। সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার হতে উৎসাহিত করা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ তথা দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ এ বছরের জাতীয় ভোটার দিবসের অন্যতম আহবান।

লেখক: অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

“জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব, প্রতিশ্রুতি ও প্রাসংগিকতা”
৪র্থ ভোটার দিবস - ০২ মার্চ ২০২২

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল কাশেম মোঃ ফজলুল কাদের, এনডিসি, পিএসসি, পিইঞ্জি

সময়ের পরিক্রমায় সমগ্র বাঙ্গালীজাতি এ বছর মুজিব বর্ষ উদযাপন করছে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, “আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই”। তাঁর এই উদাত্ত আহবানের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভোটার দিবসের প্রতিশ্রুতি ও প্রাসঙ্গিকতা। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন কালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য ‘মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার’ নির্ধারণ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১০ ও ১১ ধারা এবং ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একটি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার জন্য ২০০৭ সাল থেকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে ২০০৮ সালে প্রথমবারের মত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। নিবন্ধনকৃত ভোটারগণের তথ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হয়, যা প্রতিবছর নির্ধারিত পদ্ধতিতে হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। এ ডাটাবেজে বর্তমানে ১১ কোটির অধিক ভোটারের তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। শুরুতে ভোটার তালিকার “বাই-প্রোডাক্ট” হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হলেও সময়ের বিবর্তনে নাগরিকগণ এখন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েই ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছেন, বিশেষ করে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি নাগরিকদের কাঙ্খিত চাহিদায় রুপান্তরিত হয়েছে।

জাতীয় ভোটার দিবসের প্রেক্ষাপট

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে দিবসটি পালন করা হয়। সার্কভূক্ত দেশসমূহের নির্বাচনি সংস্থা Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ভোটার দিবস পালনের অঙ্গীকার থাকা এবং বাংলাদেশ FEMBoSA-এর উদ্যোক্তা সদস্য দেশ হওয়ায় জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ বছর চতুর্থবারের মত যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয়ভাবে দিবসটি দেশব্যাপী উদযাপন করতে যাচ্ছে।

ভোটার দিবস পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সকল যোগ্য নাগরিকগণের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বাংলাদেশের নাগরিক যারা ভোটার তালিকার আইন ও বিধি অনুযায়ী ভোটার হওয়ার যোগ্য তাদেরকেই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই নির্ভুল ভোটার তালিকা দিয়েই নির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভোটার হওয়া একজন নাগরিকের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে। এ জন্য দেশে বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিবন্ধনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সদা সচেষ্ট। নাগরিকের

ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বর্তমানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দুটো পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালনা করছে। একটি কাগজের ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে এবং অপরটি হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (EVM) মাধ্যমে। উভয় পদ্ধতিতে নির্ভুল ভোটার তালিকা একটি অপরিহার্য উপাদান। ভোটার হওয়া, ভোট দেয়া ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষা এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে জাতীয় ভোটার দিবস একটি অন্যতম প্ল্যাটফরম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ভোটার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

সকল উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসার রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসে গিয়ে ভোটার হতে হলে ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নিবন্ধন ফরম-২ ও ফরম-১১ যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। একই সাথে জাতীয়তা বা নাগরিকত্বের সনদপত্র, জন্ম সনদপত্র, সনাক্তকারীর পরিচিতি নম্বর (পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী/স্ত্রী কিংবা সন্তান), ইউটিলিটি বিল, শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংযুক্ত করতে হয়।

প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস

দেশের সকল উপজেলা/থানা নির্বাচন কার্যালয়ে প্রবাসী নাগরিকদের নিবন্ধনের জন্য বিশেষ ডেস্ক চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রবাসী নাগরিকগণ যেন দেশে এসে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিচয় নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র পেতে পারেন, সে লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রবাসী নাগরিকদের প্রবাসেই নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার অংশ হিসেবে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাজ্যে অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের ভোটার হওয়ার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান

ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য স্থানীয় থানা বা উপজেলা নির্বাচন অফিসে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় জীবনে ভোটার নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, পরিচিতি সেবা এবং তদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের প্রভাব

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন তথ্যভান্ডার সরকারের সু-শাসন, ই-শাসন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সেবা দানের স্বার্থে অন-লাইন অভিগম্যতা (accessibility) কাজে লাগিয়ে সঠিক ব্যক্তির সঠিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সঠিক উপকারভোগীকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডার মূল নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান নির্বাচন কমিশনের প্রতি সর্বসাধারনের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। নাগরিকদের আস্থার প্রতি সম্মান রেখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ব্যক্তিগত তথ্যের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে তথ্যভান্ডার হতে নির্ধারিত তথ্যসমূহ যাচাই সেবা প্রদান করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বর্তমানে ১৫৮ টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সমঝোতা স্মারক এর মাধ্যমে ডেটাবেজ হতে নাগরিকদের পরিচিতি যাচাইের জন্য অন-লাইন অভিগম্যতার (accessibility) সুযোগ প্রদান করে। এসকল প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ থেকে e-KYC, বেতন নির্ধারণ, টিআইএন প্রাপ্তি, পেনশন প্রাপ্তি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় সরকারি ভর্তুকি প্রাপ্তি ও অন্যান্য সেবা গ্রহণ করছে।

জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই সঠিক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার হতে আঙ্গুলের ছাপ যাচাইয়ের মাধ্যমে অজ্ঞাতনামা লাশের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ, দুর্নীতি রোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে

সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়াও মোবাইল সিম নিবন্ধন, ব্যাংক হিসাব খোলা, ঋণ প্রাপ্তি, সরকার টু ব্যক্তি (G2P) পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাভোগী ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রমের আওতায় সঠিক সুবিধাভোগী চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সকল যোগ্য নাগরিকেরই উচিত স্ব-উদ্যোগে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়া, জাতীয় পরিচয় পত্র গ্রহণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে অনন্য ভূমিকা রাখা।

যুগোপযোগী, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভোটিং সিস্টেম প্রচলন এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বদ্ধ পরিকর। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নতুন সংযোজন বায়োমেট্রিক ফিচার সম্বলিত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) মাধ্যমে ভোট গ্রহণ। ইভিএম প্রচলনের ফলে এক জনের ভোট অন্য জন দেয়া, ভোট কেন্দ্র দখল করে ভোট দেয়া, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই, অবৈধ ভোট প্রদানসহ বিভিন্ন অনৈতিক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক সম্বলিত ডাটাবেজ, নির্ভুল ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র অনন্য ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ত্রুটিমুক্ত ভোটার-তালিকা যে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অন্তর্ভুক্তিমূলক ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করতে পারে। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যদি সঠিক, নির্ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অনমনীয় ভূমিকা পালনে জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ‘মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার’ প্রতিপাদ্য বাস্তবায়ন এবং নির্বাচন কমিশন এর অঙ্গীকার পূরণে জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ অসামান্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ-২য় পর্যায়ের প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

GENDER ASSESSMENT OF THE BANGLADESH ELECTION COMMISSION

Md. Saiful Haque Chowdhury

A formal gender assessment of Bangladesh Election Commission (BEC)has been completed during FY 2018-19 under the financial support of "Support to Bangladesh Parliamentary Election 2018/2019 (SBPE) project. The assessment was facilitated by UN WOMEN and UNDP. All kinds of institutional support were provided by BEC.

The project includes a gender component which includes support to the Election Commission Secretariat (ECS) in conducting a gender assessment to strengthen its operational effectiveness and electoral arrangements to promote women's political participation. The gender assessment forms the basis for the compilation of a Gender Strategy and Action Plan for the ECS in the short term for the upcoming parliamentary election and in the mid- to long-term for future elections.

Functions of ECS staff

Bangladesh is divided into several levels of electoral administration. On regional level, there are 10 Regional Election Offices at 8 Divisional Headquarters and in 2 Districts, which prepare and maintain the voter lists and liaise with the EC Secretariat during the organizational conduct of elections. On district level, there are 64 District Election Offices in 64 District Headquarters. On sub-district or upazila/ thana level, of which there are 481, there are upazila/thana Election Officers who assist the District Election Officers in the conduct of elections. There are 300 electoral constituencies in Bangladesh, typically composed of one to three upazilas, whereas districts typically include three to 10 upazilas.

District Election Officers (DEO) head District Election Offices. They supervise voter registration process, print the voter list, manage elections, train polling personnel, and organize the logistics of elections. The District Election Officer supports the Returning Officer and other polling personnel in relation to the logistical preparation of the elections.

Returning Officers (RO) and Assistant Returning Officers (AROs) are responsible for all aspects of the election administration and are usually career civil servants appointed by the EC, who should be politically neutral. The Returning Officers vet and train polling personnel in individual polling centers and consolidate the vote count on district level and forward the data to the EC.

In the 2008 parliamentary elections, women were under-represented in the election administration, with no female representation in the EC, DEOs. At RO/ARO level, women made up 3 % and 6 % of recruited RO/AROs. In 2018 data shows women are still under-represented in the election administration, with only one woman among the 64 District Election Officers, and 86 women among the 489 Upazila/Thana Election Officers.

Within polling centres, the ECS recruits polling officials including presiding officers, assistant presiding officers and polling agents. Presiding officers are responsible to administer the polling process. Polling agents can observe the polling and counting process and are usually political party representatives. In the 2008 parliamentary elections, the number of female Presiding Officers was reported in only 2 per cent of cases and women were under-represented as polling staff.

The ECS has made efforts to recruit more women on polling center level, particularly Presiding Officers by including women in recruitment panels. For the upcoming parliamentary elections, it has also set a target of two thirds representation of women in the number of temporary polling center staff to be recruited.

Human Resources

All staff members of the EC are civil servants. Bangladesh's historical legacy has contributed to an under-representation of women in the Bangladesh civil service. Only a very small number of women were thus able to enter the civil service. The 1972 Constitution, the Labour Code (2006) and the National Women Development Policy (2011) attempted to rectify this legacy by including provisions for gender equality and special measures for women in the public administration, which the EC follows. The Bangladesh Civil Service Act foresees a 15 per cent reserved quota for women to be implemented by government institutions in recruitment process for civil servants. The EC is committed to recruit beyond the 15 percent quota requirement, to 30 per cent of women to election administration positions, which is in line with the targets set by the 2011 National Women Development Policy and Action Plan. Members of the ECS as well as its Field Offices are civil servants, with the exception of temporarily recruited staff to support the administration of elections.

In the public sector, women and men enjoy the same benefits in relation to pay, allowances, and pensions. Women remain underrepresented in Bangladesh's civil service, particularly in senior positions. This is due to the current imbalance (in favor) of men and women eligible for promotion according to civil service rules and stringent rules to move between Civil Service Classes, which require a certain time period of service. Public administration institutions such as the EC are not able to change their staffing tables by creating other types of positions outside of civil service categories and their eligibility requirements, except temporary positions for the duration of an election. Outside of the 15 per cent reserved quota, women are not easily recruited to public institutions via the civil servant exam, which also impacts on the ability of the EC to recruit more women.

According to 2018 data provided by the ECS, the current male/female composition of ECS civil servant staff includes 88 per cent men and 11.7 per cent women:

Civil Service Class I	Male	Percentage	Female	Percentage	Total
Election Commission Secretariat	54	77	16	23	70
Election Training Institute	10	77	3	23	13
Regional Election Officers	10	100	0	0	10

Civil Service Class I	Male	Percentage	Female	Percentage	Total
District Election Officers	63	98	1	2	64
Upazilla Election Officers	343	87	50	13	393
Election Officers	13	45	16	55	29
Civil Service Class II					
Election Officer	18	78	5	22	23
Personal Officer	20	91	2	9	22
Civil Service Class III	614	91	64	9	678
Civil Service Class IV	572	89	72	11	644
Total	1717	88	229	12	1946

The ECS has made efforts to recruit more women to election administration positions by encouraging women to apply during recruitment processes, however women often do not pass the civil service exam. Reasons for this include the dual burden of women in balancing professional and private life, as well as a lack of available preparation courses for women for civil service exams. The ECS has requested upgrades to civil service positions for women from the Ministry of Public Administration in an attempt to correct the current imbalance of men/women on eligible civil servant posts for promotion.

For the efficient conduct of elections, the ECS also recruits temporary staff outside of the civil service categories mentioned above to act as polling centre staff. These staff are 'borrowed' from local governments or educational institutions and are school teachers, nurses or local government staff. The ECS has made efforts to ensure that recruitment panels are gender-balanced and has been more successful in recruiting women on polling centre level, although according to information collected during interviews and the focus group discussion with civil society many women do not want to be presiding officers for safety reasons. No sex-disaggregated data on the composition of temporary staff for previous elections was available.

Sex disaggregated data in relation to recruitment and promotion of staff as well as staff turnover is not collected. Human resources within the ECS does not issue an informative report for staff on an annual basis to provide information on the male/female composition of ECS staff or the number of women/men promoted or on senior staff level. The collection of sex disaggregated data, as well as its internal publication would enable gender sensitive human resource planning and management.

Human Resources does not conduct surveys with staff to assess the working environment from a gender perspective to identify possible obstacles to women's professional development, employment or working conditions to inform human resource policies from a gender perspective. While an institutional training plan exists, human resources does not provide input to its content or monitor its implementation from a gender perspective.

Gender Assessment Implementation and Action Plan

The action plan below outlines specific recommendations, targets and time frames to tackle the gaps identified by the gender assessment conducted by the EC in October 2018. Recommendations are prioritised as to whether they should be implemented in the short-term (1) (i.e. for the upcoming parliamentary elections), or the medium to long term (2) (i.e. after the upcoming parliamentary elections and ahead of the next parliamentary elections). Key recommendations are highlighted in bold.

Identified Baseline	Recommendation for action	Specific measures and targets to achieve change	Responsible stakeholders	Timeframe/ Priority
Election administration of inclusive elections				
Strengthen oversight of political parties	***Encourage political parties officially and publicly to reach the RPO target of 33 % representation of women in political party ranks voluntarily before the 2020 deadline, and to publish their strategies to do so.*** ***Update and revise the Code of Conduct for the upcoming parliamentary elections to include a clause on the importance of promoting gender inclusiveness of the electoral process and within political party ranks (RPO Amendment), and a clause committing political parties to ensure the safety and security of women in elections.*** *Based on the updated Code of Conduct, ensure that gender related violations to the Code of Conduct for Political Parties are enforced in line with the Code of Conduct's enforcement mechanism.* ***Ensure that the updated Code of Conduct is published widely and is available on the EC website.*** *Ensure that the public is widely informed about political party expenditure in line with the provisions of the RPO.*	Assign EC staff to engage with political parties and monitor the 33 % quota implementation by political parties Review the Code of Conduct from a gender perspective and update it to include gender-related provisions Publish the revised Code of Conduct on the EC website and establish number of downloads Establish a target number of other publication methods (TV, radio, newspapers, social media) for the revised code of conduct Assign EC staff to engage with political parties and monitor	EC Senior management EC Operations EC Communications and Outreach Political Party Leaders	Priority 1 – before the parliamentary elections and Priority 2 – after the parliamentary elections

Identified Baseline	Recommendation for action	Specific measures and targets to achieve change	Responsible stakeholders	Timeframe/ Priority
	Task the Gender Focal Point within the EC to monitor and report on the implementation of the RPO amendment to achieve 33 % representation of women within the ranks of political parties by 2020, by keeping a record of political party statutes/ constitutions and their plans to achieve the 33 % target. *Make recommendations to strengthen and advocate for the increased enforcement of laws, rules and regulations (code of conduct) limiting the use of money in politics and the use of "muscle power" during the electoral process.*	the 33 % quota implementation by political parties by issuing a regular briefing or progress report for consideration by the EC Publish and establish the number of downloads on the EC website of information on political party expenditure Review laws, rules and regulations pertaining to the use of money in politics and make recommendations to limit the use of money in politics		
Ensuring safety and security of women in elections	***Conduct a specific public awareness campaign highlighting how key election stakeholders – voters, candidates, political parties, domestic observers, media – can contribute to ensuring the safety and security of women in elections in cooperation with civil society such as BADWAL or Democracy International, and international organisations such as UNDP and UN-Women.*** ***Integrate messages on how to ensure the safety and security of women in elections in EC training and information material for election stakeholders, particularly the Voter Manual.*** ***Convene consultations with key election stakeholders – women candidates, civil society, police and security, international organisations, political parties – ahead of the parliamentary elections to discuss the safety risks faced by women during elections, their manifestations***	Establish a target number of public awareness campaigns for each election Review the effectiveness and impact of public awareness campaigns on a regular basis Review and revise training and voter information material to integrate messages to ensure the safety and security of women in elections can be incorporated. Hold consultations and identify actions and recommendations on ensuring the safety	EC Senior management EC	Priority 1 – before the parliamentary elections and Priority 2 – after the parliamentary elections

Identified Baseline	Recommendation for action	Specific measures and targets to achieve change	Responsible stakeholders	Timeframe/ Priority
	and strategies the EC can apply within its mandate to ensure the safety and security of women. ***Compile, adopt and publish a specific EC strategy and action plan to ensure the safety and security of women based on recommendations from the consultations to ensure the safety and security of women in elections***. Work with police to conduct training on ensuring the safety and security of women in elections, refer cases to the police, and deploy female police in larger numbers during the electoral period, to ensure security and protect the dignity of female voters, political activists, and polling agents Consider the location, staffing and layout of polling stations from the perspective of ensuring the safety and security of women in elections and provide a secure location and accommodation for women when they are polling personnel and Presiding Officers. Train polling personnel on ensuring the safety and security of women in elections and enforce laws and regulations to ensure proper behavior of polling agents to prevent actions which put the safety of women at risk. Collaborate with international organisations and with other EMBs such as the Electoral Commission in India to identify appropriate tools to collected data on incidents where women face risks to their safety and security and conduct vulnerability mapping of election areas in Bangladesh as a pre-requisite to identifying hot spots where the security and safety of women is at risk. Adopt and implement a specific EC strategy and action plan designed to ensure the safety and security of women in elections.	and security of women in elections with key election stakeholders. Establish target number of female police to be deployed in each election. Establish target number of women presiding officers provided with secure location/ accommodation. Conduct a survey to assess security challenges women presiding officers faced during elections. Establish the number and analyze EC decisions taken to enforce laws and regulations pertaining to polling agents to ensure the safety and security of women in elections. Assign staff to work with international organizations to compile an EC strategy and action plan to ensure the safety and security of women in elections. Engage with international organizations and EMBs to identify appropriate tools for data collection to ensure the safety and security of women in elections.		

Identified Baseline	Recommendation for action	Specific measures and targets to achieve change	Responsible stakeholders	Timeframe/ Priority
Integrate gender aspects in and target voter education and outreach	***Conduct comprehensive voter education and public information campaigns – particularly targeting new voters, the elderly, women in rural areas and from marginalised socio-economic backgrounds – to promote women's political participation, combat gender-based stereotyping and increase public awareness of the benefits of women's political participation.***	Establish a target number of public awareness campaigns for each election Review planned voter education activities and public information campaigns to integrate messages that speak to new voters, the elderly, women in rural areas and from marginalised socio-economic backgrounds Review the effectiveness and impact of public awareness campaigns on a regular basis	EC Senior management EC Communications and outreach Election Training Institute EC Gender Focal Point Civil Society International Organizations	Priority 1 – before the parliamentary elections

Writer: Joint Secretary, Election Commission Secretariat.

ইভিএম ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিত ও প্রস্তাবনা

মোঃ আবদুল বাতেন

ভূমিকা

প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিবর্তনে আধুনিক বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট গ্রহণ এবং ভোটারদের স্বীয় মতামত প্রতিফলনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন দেশে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে ব্রাজিল, ভারত, বেলজিয়াম, কানাডা, এস্তোনিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, নরওয়ে, পেরু, রোমানিয়া, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ভেনেজুয়েলা ও ফিলিপাইন উল্লেখযোগ্য। আমাদের উপমহাদেশে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট প্রচলন শুরু হয় ভারতের কেরালা রাজ্যে, ১৯৮২ সালে। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সব রাজ্যেই ইভিএমের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারের মতো বন্দরনগরী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২১ নং ওয়ার্ডের ১৪টি কেন্দ্রে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রথম প্রজন্মের ইভিএম সফলভাবে ব্যবহার করে। পরবর্তীতে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে (কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, টাঙ্গাইল পৌরসভা নির্বাচন, নরসিংদী পৌরসভা মেয়র নির্বাচন প্রভৃতি)-এ ইভিএম ব্যবহার করা হয়। ২০১৩ সালের ১৫ জুন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ০৮ নং ওয়ার্ডে ০৩ টি কেন্দ্রে বুয়েট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রথম প্রজন্মের ইভিএম শেষবারের মত ব্যবহার করা হয়। উক্ত ইভিএম ব্যবহার করে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন ইভিএম এর ব্যবহার বন্ধ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও আইটি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বুয়েট এর স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে উপদেষ্টা করে গঠিত কারিগরি কমিটির দিক নির্দেশনায় ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) এর সহায়তায় নতুন কনফিগারেশনে বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ পদ্ধতিসম্পন্ন ইভিএম প্রস্তুত করা হয়। কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী "আপগ্রেডেশনের" পর ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৭ এ ১৪১ নং কেন্দ্রের (সরকারি বেগম রোকেয়া মহিলা কলেজ) ৬টি কক্ষে মোট ১৭ টি ইভিএম অত্যন্ত সফলতার সাথে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভোটার বান্ধব নতুন প্রজন্মের ইভিএমটি চূড়ান্ত করা হয়। বর্তমানে যে ইভিএম মেশিনটি ব্যবহার হচ্ছে তা সর্বশেষ প্রযুক্তির সাথে আপডেটেড একটি ভার্সন দ্বারা চলমান। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ০৬টি আসনে নতুন প্রজন্মের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। সদ্যসমাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ০৭টি ধাপেই সীমিত পরিসরে ইভিএম ব্যবহার করা হয় এবং ৬ষ্ঠ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সবক'টি ইউনিয়ন পরিষদে (২১৯টি) ইভিএম-ব্যবহার করে অত্যন্ত সফলতার সাথে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ভবিষ্যতে সকল ধরনের নির্বাচনে শতভাগ ইভিএম ব্যবহারের জন্য নির্বাচন কমিশনের সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত/পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমানে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন

স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং নির্ভুলভাবে ভোটগ্রহণের জন্য ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন ভোটদানের একটি সহজতর ব্যবস্থা। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) হলো ভোটদানের সহজতর এক ব্যবস্থা। এতে কাগজের ব্যালট ও ব্যালট বাক্স নেই। এই ব্যবস্থায় কাগজের ব্যালটে সীল মেরে ভোট প্রদানের পরিবর্তে ভোটার তার পছন্দের প্রতীকের পাশে বাটন টিপে ইলেকট্রনিক ব্যালটে ভোটপ্রদান করেন। সারা দিনের ভোটপ্রদান শেষ হলে মেশিন অতি দ্রুত জানিয়ে দেয় কোন প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন। বর্তমানে ব্যবহৃত ইভিএম নেটওয়ার্কবিহীন অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা যায়, যা ইন্টারনেট বা অন্য কোন নেটওয়ার্কের

সাথে সংযুক্ত না হওয়ায় হ্যাক করা সম্ভব নয়। এই মেশিনে অনুমোদিত প্রোগ্রাম (Software) ব্যবহার করা হয় বলে তা পরিবর্তন বা জাল করা যায় না। এই ইভিএম বিশেষভাবে "এনক্রিপ্টেড" যার ফলে ডায়নামিক্যালি কোডকৃত ডাটা গ্রহণ করে এবং কোন প্রকার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আরএফ) রিসিভার ও ডাটা ডিকোডার এর ব্যবহার এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইনের এই মেশিনে প্রোগ্রামের সোর্স কোডের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, যার ফলে এটি ইলেক্ট্রনিকভাবে যেকোন প্রকারের জাল বা কারচুপি প্রতিরোধে সুরক্ষিত। ইভিএম প্রধানত দুটি ইউনিটের (কন্ট্রোল ইউনিট এবং ব্যালট ইউনিট) সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি সেট ইভিএম এ কন্ট্রোল এবং ব্যালট ইউনিট ছাড়াও রয়েছে একটি করে মনিটর, কন্ট্রোল ইউনিটের প্রিন্টারের ব্যবহারের জন্য থার্মাল রোল পেপার এবং সংযোগকারী ক্যাবল। প্রতি ভোট কক্ষের জন্য এক সেট করে ইভিএম ব্যবহার করতে হয়।

সংক্ষেপে ইভিএম সেট-এ ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি

ক) **কন্ট্রোল ইউনিট:** ভোটার শনাক্তকরণ, ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইস্যুকরণ ও ভোট প্রদানের তথ্য সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত ইভিএম-এর কন্ট্রোল ইউনিটটি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

খ) **ব্যালট ইউনিট:** গোপন ভোট কক্ষের ভেতরে থাকা ব্যালট ইউনিটটি ভোটারের নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ) **অডিট কার্ড:** ইভিএম কার্যকর করা (Operational) এবং ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশের কাজে অডিট কার্ড ব্যবহৃত হয়।

ঘ) **পোলিং কার্ড:** সংশ্লিষ্ট কক্ষের নির্ধারিত ভোটারের তথ্য সংরক্ষণ এবং মেশিনকে ভোট গ্রহণের উপযোগী করা হয় পোলিং কার্ডের মাধ্যমে।

ঙ) **এস ডি কার্ড:** সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটারদের বায়োমেট্রিকসহ ভোটার তালিকার তথ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তথ্য এবং ভোটকেন্দ্রের সকল তথ্য সংরক্ষণের জন্য এস ডি কার্ড ব্যবহৃত হয়।

চ) **মনিটর (ডিসপ্লে ইউনিট):** ভোট কক্ষের ভেতর ভোট-সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টিগোচর স্থানে ইভিএমের ডিসপ্লে ইউনিট তথা মনিটরটি রাখা হয় যার মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোটার শনাক্তকরণ ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পোলিং এজেন্টসহ সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা অবলোকন করতে পারেন।

ছ) **ব্যালট সংযোগ ক্যাবল:** ইভিএমের ইউনিটগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও ক্যাবলের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে।

জ) **ইভিএম নিরাপত্তা বাক্স:** একটি ইভিএম ইউনিট ও আনুষঙ্গিক মালামালসমূহ সহজে পরিবহন এবং ভোটকেন্দ্রে সুরক্ষিতভাবে প্রেরণের জন্য উন্নতমানের বাক্স ব্যবহার করা হয়।

ইভিএম এর ইউনিটসমূহ

ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ ও ফলাফল প্রস্তুতে সুবিধাসমূহ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নির্বাচনে ইভিএম প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কোটি কোটি ব্যালট পেপার মুদ্রণ করতে হয় না, যার মাধ্যমে কাগজের ব্যয় সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধ করে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। ইভিএম ব্যবহার করে ভোট প্রদান খুবই সহজ এবং স্বল্প সময়েই ভোট দান করা যায়। এই পদ্ধতিতে বাতিল ভোট গণনা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন সম্ভব হয়। মেশিনের নিরপেক্ষতা ভোটারদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিতকরণের পাশাপাশি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি করে। ইভিএম ব্যবহারের নিম্নলিখিত প্রধান সুবিধাসমূহ উল্লেখযোগ্য:-

- **অবৈধভাবে ভোটগ্রহণ/প্রদানের সুযোগ না থাকা:** নির্ধারিত সময়ের আগে মেশিন চালু হওয়ার সুযোগ নেই বিধায় অবৈধভাবে ভোট গ্রহণ বা প্রদানেরও সুযোগ নেই।

- **পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত:** পাসওয়ার্ড প্রটেকটেড হওয়ায় অনুমোদিত কর্মকর্তা (প্রিজাইডিং অফিসার/সহঃ প্রিজাইডিং অফিসার) ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে মেশিন অপারেট করা সম্ভব নয়।

- **নিরাপদে ভোটগ্রহণ:** মেশিন ছিনতাই হলেও অবৈধভাবে ভোট প্রদানের সুযোগ নেই।

- **নির্ভুলভাবে ভোটার শনাক্তকরণ:** বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন ও ব্যক্তির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বিধায় কেন্দ্র দখল করেও ভোট প্রদান করা সম্ভব নয় । এছাড়াও কোন কারণে ভোটার কেন্দ্রে না গেলে অন্য কারো পক্ষে ঐ ব্যক্তির ভোট প্রদান করা সম্ভব নয়।

- **ভোট গ্রহণে কারচুপি রোধ:** বায়োমেট্রিক যাচাই করে ভোট প্রদান করা হয়। ফলে পছন্দমত প্রিজাইডিং/সহঃ প্রিজাইডিং কর্মকর্তা নিয়োগ করেও ভোট গ্রহণে কারচুপি করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

- **ডেমো ভোটিং এর সুবিধা:** ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্বে টেস্ট ও শূন্য (০) ভোটিং এবং উক্ত ভোটিং এর ফলাফল মুদ্রণ করার সুবিধা রয়েছে।

- **স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত ও নির্ভুল ফলাফল মুদ্রণ:** ভোট প্রদান শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত ফলাফল প্রিন্ট ও ঘোষণা করা সম্ভব।

দ্রুততা, নিরপেক্ষতা, সঠিক এবং নির্ভুলভাবে ভোটার শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া, একজন ভোটার একবারই ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, সহজ ভোটদান পদ্ধতি ও ভোট গণনায় সুবিধার কারণে ইভিএমের মাধ্যমে ভোটাররা সহজ এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায় অপরদিকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তারা স্বল্প সময়ে, সুন্দর এবং নির্ভুলভাবে ভোটগ্রহণ করতে পারে এবং মেশিন থেকে সহজেই ফলাফল প্রিন্ট নিতে পারে।

নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে কতিপয় চ্যালেঞ্জ

১. **প্রযুক্তি ভীতিঃ** বাংলাদেশে ইভিএম একটি নতুন প্রযুক্তি এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ফলে কিছুসংখ্যক মানুষের ইভিএম ব্যবহারে প্রাথমিক অনীহা, অনাস্থা এবং প্রযুক্তি ভীতি একটি উল্লেখযোগ্য অন্তরায়।

২. **দক্ষ জনবলের অভাবঃ** ইভিএম এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনায় ইভিএম ব্যবহার, কোয়ালিটি চেক (QC) ও ট্রাবলশুট করার জন্য বৃহদাকারে দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মাঝে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলকে চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩. **কতিপয় রাজনৈতিক দল সমূহের ইভিএম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব:** রাজনৈতিক দল সমূহের মাঝে পারস্পরিক আস্থার অভাবে ইভিএম এর প্রতি কিছু রাজনৈতিক দলের অনাস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন সময় এই রাজনৈতিক দলসমূহ ইভিএম এর মাধ্যমে ভুয়া ভোটার শনাক্তকরণ, পূর্বনির্ধারিত ফলাফল ঘোষণাসহ বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ করে থাকে যা ইভিএম প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে একটি উল্লেখযোগ্য অন্তরায়।

৪. **কতিপয় ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনে সমস্যা:** কতিপয় ক্ষেত্রে যেমন-বয়স্ক ব্যক্তি, কায়িক শ্রম ও গৃহশ্রমে নিযুক্ত ভোটার যাদের আঙ্গুলের রেখা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাদের আঙ্গুলের ছাপ যথাযথভাবে না থাকায় বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ভোটার শনাক্তকরণে বিলম্ব হয় যা সর্বস্তরে ইভিএমসমূহ ব্যাপকহারে প্রচলনের ক্ষেত্রে অন্তরায়স্বরূপ।

৫. **অপ্রতুল পরিবহন ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলসমূহে ইভিএম সুরক্ষিতভাবে পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যয় সাশ্রয়ী নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন অন্তরায় পরিলক্ষিত হয় ।

৬. **ইভিএম সংরক্ষণে Storage Facility-এর অপ্রতুলতা:** নির্দিষ্ট সময় পরপর ইভিএমসমূহ চার্জ দেওয়া, নির্দিষ্ট চার্জার ব্যবহার করা এবং চার্জদান প্রক্রিয়া শেষে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে ব্যাটারি খুলে রাখাসহ বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ে ইভিএমসমূহ ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করার মত জায়গার অভাব একটি উল্লেখযোগ্য অন্তরায়।

৭. **তাৎক্ষণিক ট্রাবলশুটিং এর প্রয়োজনীয়তা:** ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে ইভিএম সংক্রান্ত যান্ত্রিক যেকোন ত্রুটি তাৎক্ষনিক সমাধান ও ট্রাবলশুটিং এর জন্য দক্ষ জনবল এর অনুপস্থিতি ইভিএমের প্রতি আস্থা অর্জনে প্রতিবন্ধক ।

ইভিএম সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাবনা

ক) স্বল্প মেয়াদি উদ্যোগ (যা এখনই বাস্তবায়ন সম্ভব) গ্রহণ

১. **প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী:** ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার সহজীকরনে সুদক্ষ জনবল গঠনের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চলতি অর্থবছরের বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষে সর্বমোট ৩৬,৭১৬ জন ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের ইভিএম বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। তবে দেশব্যাপী সকল নির্বাচনে ইভিএম এর সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণে আরও ব্যাপকহারে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ, ব্যবহার, রক্ষনাবেক্ষণ, ট্রাবলশুটিং, কোয়ালিটি চেকিং, কাস্টমাইজেশন, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন, ছোট-খাট মেরামত কাজে নিজস্ব ও প্রয়োজন ভিত্তিক অন্য দপ্তরের প্যানেলভূক্ত জনবলকে বিভিন্ন ক্যাটেগরীতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তোলা সম্ভব।

২. **অধিকসংখ্যক নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ:** বাংলাদেশের নির্বাচন প্রেক্ষাপটে ইভিএম একটি বিবর্তণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে আজকের অবস্থানে এসে পৌছেছে। ইভিএম সংক্রান্ত প্রযুক্তিভীতি দূরীকরণ এবং নির্বাচনে এই প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিকরণে যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩. **ভোটার শিখন বা ডেমোনেস্ট্রেশন পরিচালনা করা:** নতুন প্রযুক্তি হিসেবে ভোটারদের জন্য ইভিএম ভোটিং এর ডেমোনেস্ট্রেশন খুবই দরকারি একটি বিষয়। ডেমোনেস্ট্রেশন এর অভাবে অনেক কেন্দ্রে ভোট প্রদানে ভোটারদের বিলম্ব হতে দেখা যায়। ১ম দিকে বাড়ী বাড়ী গিয়েও ভোটারদের ডেমোনেস্ট্রেশন করা হতো। প্রতিটি নির্বাচনের আগে ক্ষেত্র বিশেষে ৩-৭ দিন ডেমোনেস্ট্রেশন এর ব্যবস্থা রাখলে ভোটগ্রহণ অত্যন্ত সুনিপুণভাবে করা সম্ভব হবে। ভোট কেন্দ্র/ভেন্যু (একই ভেন্যুতে একাধিক ভোটকেন্দ্র থাকলে বা শহর এলাকায় ঘনবসতিপূর্ণ একটি ওয়ার্ডে কাছাকাছি অনেকগুলো ভোট কেন্দ্র থাকলে জনাকীর্ন স্থানে একটি ডেমো টিম) তে ১ দিন ডেমো করেও কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৪. **মক ভোটিং চালু রাখা:** ইভিএম একটি নতুন প্রযুক্তি বিধায় ভোটগ্রহণ এর পূর্বে ১ দিন মক ভোটিং এর ব্যবস্থা রাখলে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও ভোটার উভয়ের জন্যই একটি চুড়ান্ত মহড়ায় অংশ নেয়া হয়। এতে ভোটগ্রহণ ও ভোটপ্রদান অত্যন্ত সুনিপুণভাবে করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ইভিএম ব্যবহার করে ভোটগ্রহণকে ব্যয়বহুল হিসেবে ধরা হচ্ছে যা পদ্ধতিগত কিছুটা পরিবর্তন এনে বর্তমানের চেয়ে ব্যয় সাশ্রয় করে উক্ত কার্যক্রম আরো সাবলিলভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব। বর্তমানে মক ভোটিং এ সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। ইভিএম এ ভোট গ্রহণে মূল দায়িত্ব সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের এবং কেন্দ্রের সমন্বয়ক হিসেবে প্রিজাইডিং অফিসারের, তবে পোলিং অফিসারদের ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণে তেমন কোন ভূমিকা থাকে না, কিন্তু পোলিং অফিসারই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। মক ভোটিংএ মোট সম্মানীর প্রায় ৬০% ই পোলিং অফিসারদের পেছনে ব্যয় হয়। মক ভোটিং এ পোলিং অফিসারদেরকে বাদ দিলে ইভিএম এর নির্বাচনী ব্যয় অনেকাংশে কমে আসবে এবং নির্বিঘ্নভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৫. **সহজ চার্জিং স্টেশন স্থাপন:** প্রত্যেকটি জেলা/উপজেলা অফিসের জন্য দ্রুততম সময়ে এবং একসাথে অনেকগুলো সংখ্যক ব্যাটারী চার্জ করার প্রযুক্তি স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৬. **স্টোরেজ ভাড়া:** প্রত্যেকটি জেলা/উপজেলা নির্বাচন অফিসের নিকটবর্তী স্থানে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইভিএম রাখার জন্য গুদামঘর/স্টোরেজ আপাতত ভাড়া নেয়া যেতে পারে।

৭. **জনবল আউটসোর্স করা:** প্রত্যেকটি উপজেলা/জেলা অফিসের এত সংখ্যক ইভিএম বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সময়ে উঠানো, নামানো, বক্সিং, আনবক্সিং, ব্যাটারী খোলা-লাগানো, চার্জিং, QC করা ইত্যাদি কাজের জন্য ২০ তম গ্রেডের কয়েকজন করে কর্মচারী আপাতত আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বা মাস্টার রোলে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

খ) মধ্য মেয়াদি উদ্যোগ (যা আগামী ২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব) গ্রহণঃ

১. **সংরক্ষণাগার স্থাপন:** প্রত্যেকটি জেলা/উপজেলা নির্বাচন অফিস ভবনের উপরে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন এর মাধ্যমে আরো কিছুটা স্পেস তৈরী করে আপাতত সেখানে ইভিএম এর ব্যাটারী সংরক্ষণ ও চার্জিং এর ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ/ডেমোনেস্ট্রেশন এ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএম রাখার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২. **একযোগে ৩০০টি সংসদীয় আসনে নির্বাচনের জন্য অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইভিএম ক্রয়:** বর্তমানে ক্রয়কৃত ইভিএম ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ১০০টি সংসদীয় আসনে নির্বাচন করা সম্ভব। সকল সংসদীয় আসনে ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচন করতে আরো প্রায় ৩ লক্ষ সেট ইভিএম ক্রয়ের লক্ষে ইভিএম প্রকল্পের ফেজ-২ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. **যানবাহন ক্রয়:** ইভিএম পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যয়সাশ্রয়ী ও সুরক্ষিত নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে সদর উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের থানা নির্বাচন অফিস সমূহের জন্য ১০০ টি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা যেতে পারে।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি উদ্যোগ (যা আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য) গ্রহণ

১. **সংরক্ষণাগার স্থাপন:** ইভিএম রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতামূলক বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইভিএম সংরক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত Storage Facility সুনিশ্চিতিকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এর জন্য বড় পরিসরে আলাদা গোডাউন ভবন নির্মান করা প্রয়োজন যেখানে যথাযথ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও সহজে উঠানো নামানোর ব্যবস্থা রেখে পর্যাপ্ত স্পেস এর সংস্থান রাখা।

২. **যানবাহন ক্রয়:** দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে ইভিএম পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যয়সাশ্রয়ী ও সুরক্ষিত নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অবশিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাচন অফিসে ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা যেতে পারে।

৩. **জনবল নিয়োগ:** সকল নির্বাচনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণের জন্য বিদ্যমান জনবল ছাড়াও প্রতিটি উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে স্থায়ীভিত্তিতে আরো দুইজন করে অফিস সহকারী, দুইজন করে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর; ২ জন নৈশ প্রহরী এবং দুইজন অফিস সহায়ক পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৪. **ইভিএম অনুবিভাগ সৃষ্টি:** বর্তমানে একটি প্রকল্পের মাধমে ইভিএম ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে, তার মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে। ইভিএম প্রযুক্তিকে টেকসই করনে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল এবং জাতীয় সংসদের সকল আসন না হলেও অন্তত অর্ধেক সংখ্যক নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানে এখনই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বর্তমান প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই প্রকল্পের সকল বিষয় বুঝে নেয়া এবং ইভিএম ব্যবহার করে নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একটি অনুবিভাগ হিসেবে জনবল কাঠামোভুক্ত করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার।

৫. **শেষকথা:** নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে ইভিএম প্রযুক্তির ব্যবহারের উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্যোগ। নির্বাচন ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনে ইভিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ অত্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সময়ের সাথে সাথে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ইভিএম ব্যবহার সম্প্রসারণ করলে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে FEMBOSA ভুক্ত দেশসমূহের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে।

লেখক: মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

VOTER LIST PREPARATION PROCESS OF BANGLADESH ELECTION COMMISSION

Md. Rafiqul Hoque

One of the basic features of democracy is the presence of periodic elections. Electoral Management Bodies saddled with the responsibility are faced with dynamic and multi-faceted challenges. Due to the increasing urgency and relevance of the need to introduce technology in the electoral process and an improved way of conducting the business of elections. Bangladesh a developing country in South Asia is promptly weaving the success story of the transformation of the age traditional system to a state of the art digital system. The Bangladesh Election Commission (BEC) started rapid use of Information and Communication Technology (ICT). Along the path of this technological development process, the BEC has introduced an electoral roll with photographs, biometric information and an Up-to Date database. An orchestrated coordination of digital systems is changing the course of the electoral roll generation history of Bangladesh. Voters' registers include voters living in the country, voters living abroad who are eligible to vote and, in some cases, foreigners established in the country.

The independence of Bangladesh was attained in 1971. The Government settled an independent Bangladesh Election Commission according to the Constitution (2016) [1]. The functions of the Election Commission include, among others, holding elections to the office of the President and that of the members of Parliament. It is the aboriginal authority that also contains the elections to all local government bodies under the Election Commission Secretariat Act (2009). It is an Act of the Parliament. The Parliament consists of 300 members. The total number of local government bodies is about 5500[2]. Bangladesh is a country of about 168 million people and around 113.2 million voters as of 31 January 2022.

The constitutional responsibility of preparing a single electoral roll of the country's voters is bestowed upon the BEC. The electoral roll or voter list maintained so far was prepared manually. The BEC prioritized holding fair elections through using technology by creating a database of the voters. It took up a project titled 'Preparation and Distribution of Identity Card of Voters of Bangladesh' in 1995. It was the first trial of the BEC to make a faultless voter list for the elections. The endeavor anyhow could not be entirely successful for different limitations. The BEC persistently started doing the same thing in a planned way. It undertook another project titled 'Preparation of Electoral Roll with Photograph and Facilitating the Issuance of National Identity Card (PERP)' in 2007. The BEC created an electoral database and accommodated detailed information of the NID card under the PERP. It could register about 8.50 million voters with relevant particulars and photographs of each by 2008. Laminated NID cards were produced as a by-product of the registration of voters. The preparation of digital voter lists and issuance of NID cards came under two separate Acts of 2009 [3] and 2010 [4] respectively. The BEC considers the correct registration of voters as a prerequisite for voting.

The enumerators of BEC visit every door for enlisting each person eligible for being a voter. For preparing a preliminary voter list, they collect information of voters who are new, and who previously escaped registration, shifted to other locations, migrated from different places and died. The designated officials of respective areas notify them for appearing before a team engaged in recording particulars. The team members take biometric features of the voters-such as a facial photograph, the impression of ten fingers, scanning iris of both eyes and signature or thumbprint for recording under digital process. The Central server station is linked with all sever centres set across the country. The officials enter the particulars in the local servers. They share it with the central database through Virtual Private Network (VPN) which is extended from the main office of the BEC down to the lowest tiers called Upazila (Sub-districts). This is how a digital voter list came into being, paving the way for entering into polling under technology.

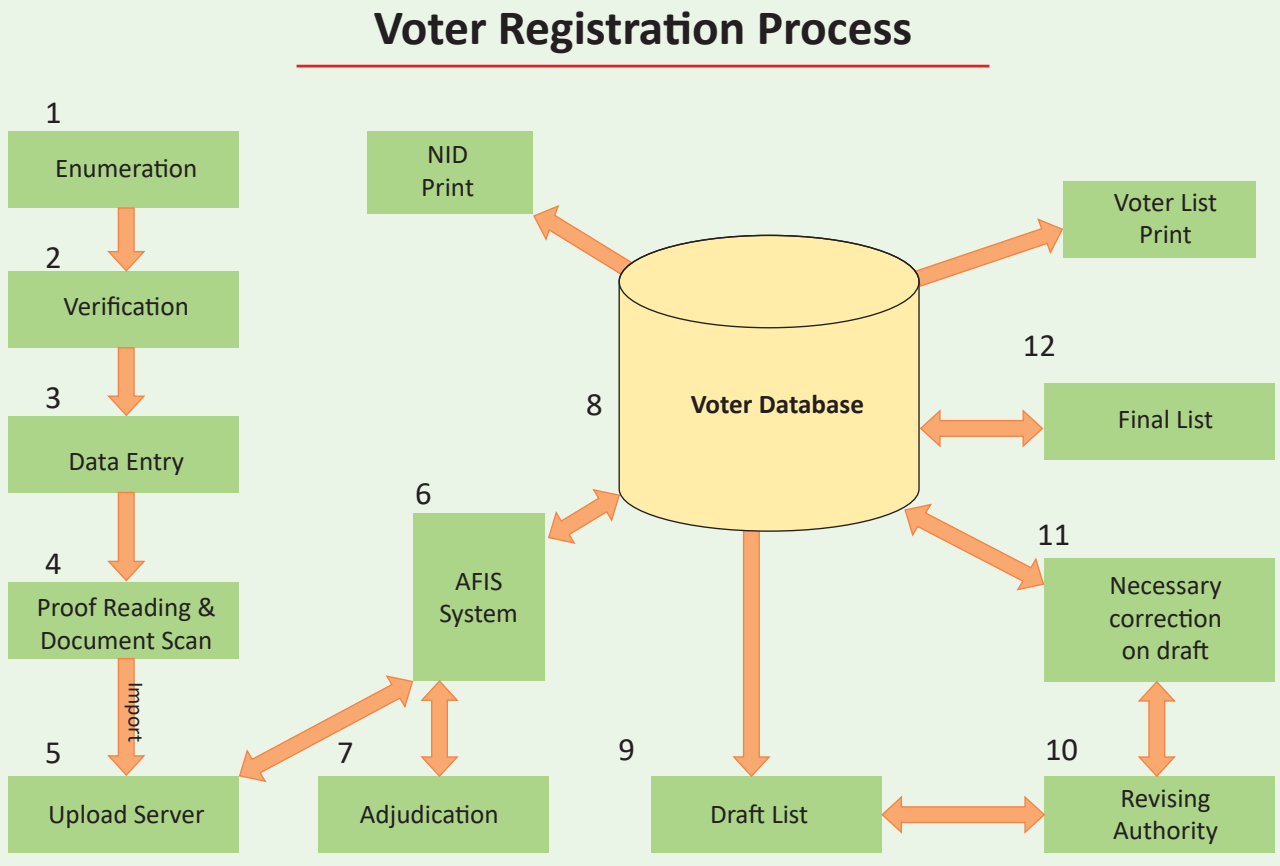

Figure 1: Voter registration process

Process

- Data enumeration: Voter's data is collected through a prescribed form by the enumerators visiting door to door.
- Data Entry: Data is entered into a laptop in the presence of voters at the registration centre along with biometric features like fingerprint impressions and photographs.

- Data Processing: Data is sent to the Upazila server for processing, after processing processed data is uploaded to the server.
- Consolidation of Data: A central database is prepared after merging Upazilla databases and pruning out duplicate records by AFIS (Automated Fingerprint Identification System) matching.
- Finalization: Voter lists are printed and copied into CDs in pdf format. Printed voter list has photographs of voters and is used for official purposes and only while CDs are prepared without photos for distribution to candidates and political parties.
- Updating: The annual update is made through capturing voters' information and merging with the previous database after having matched to take care of the de-duplication.
- Hardware: Laptops, Digital Cameras, Fingerprint Scanners, IRIS Scanner, Signature Pad for capturing data at the registration centre. High-level desktop PC for Upazila server, SAN storage at the Data Centre, heavy-duty printers for a more significant volume of printing of voter list.
- Software: For field-level data capturing customized registration software has been prepared using C#. Server modules for the Upazila and the Central Server were developed using ASP, PHP. Oracle database is used for data storing.

However, voter registration is a continuous process. Any citizen can register himself as a voter any time in the Upazila/Thana Election office of his place of residence. A person should have the following qualifications [5] to be registered as a voter according to Article 122 of the Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh and Section 7 of Electoral Rolls Act 2009:

- A citizen of Bangladesh;
- Not less than eighteen years of age;
- Does not stand declared by a competent court to be an unsound mind; and
- Be a resident of an electoral area.

The BEC published a draft voter list on 2 January and a final voter list on 2 March each year. By observing the new voters, who have attained 18 years age, were showing less interest in getting enrolled in the voter list. To effectively deal with this problem, and to encourage young voters more to take part in the electoral and national activity, the BEC has decided to celebrate 2 March every year as "National Voters' Day" since 2019.

References

[1] Government of Bangladesh 1972, The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Article 118, published by government printing press-computer section, Dhaka, Bangladesh
[2] Huda, K M Nurul 2021, "How technologies made elections easier in Bangladesh: Results on the polling day", Journal of Electronics, A-WEB, India [Volume I No 1 March 2021, p 33-43]
[3] Bangladesh Election Commission 2009, The Voter List Act 2009, Act No. 6 of 2009
[4] Bangladesh Election Commission 2010, National Identity Registration Act 2010, Act No. 3 of 2010
[5] http://nidw.gov.bd/ [Accessed on 20 February 2022]

Writer: System Manager, Election Commission Secretariat

রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি: ফলাফল তৈরি ও সরবরাহের একটি সহজতর ভাবনা

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী

পারস্পরিক অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও চলমান অসমঝোতার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুধু রাজনৈতিক পরিবেশকে অপ্রত্যাশিত করেনা এর সুদূর বা চূড়ান্ত প্রভাব নির্বাচনি পরিবেশকেও অস্থিতিশীল করে তোলে। যার দ্বান্দ্বিক লড়াই ভোটগ্রহণের দিনকেও করে তোলে যুদ্ধজয় এর মতো আপোষহীন এবং এর চূড়ান্ত পর্বে ফলাফল প্রকাশের ক্ষণটুকু হয়ে উঠে অত্যান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর একটি থমথমে পরিবেশের ন্যায়।

এই রুদ্ধশ্বাসকর পরিস্থিতিতে যারা এই পরিবেশ-কে আইনানুগভাবে সামাল দিবেন তারা থাকেন টানা কাজের চাপে শারিরীক ও মানুষিকভাবে ন্যুজ ও নির্জীবতায় ক্লান্তশ্রান্ত। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনি একটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ও তার সহকর্মীগণ গড়ে ২ হাজার ভোটারের ভোট গ্রহণকালে ৩টি পদে গড়ে ১২ জন (গড়ে চেয়ারম্যান প্রার্থী ৫ জন, সংরক্ষিত আসনের সদস্য প্রার্থী ৩ জন এবং সাধারণ সদস্য প্রার্থী ৪ জন) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোটগ্রহণ করে থাকেন।

ফলাফল (ভোট গণনার বিবরণী) প্রকাশের সময় প্রিজাইডিং অফিসার কতৃর্ক প্রতি পদের জন্য গড়ে ১০ কপি (রিটানিং অফিসারের ২ কপি, বিশেষ খামে ১ কপি, সীলযুক্ত বস্তায় ১ কপি, ভোট কেন্দ্রের দেয়ালে ১ কপি, প্রিজাইডিং অফিসার এর সংরক্ষণে ১ কপি, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ১ কপি করে গড়ে ৪ কপি) লিখিত ফলাফল (ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২) প্রকাশ করতে হয়। সুতরাং ৩টি পদের জন্য গড়ে ৩০ কপি লিখিত ফলাফল (ভোট গণনার বিবরণী) ভোটগ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রেই তৈরিপূর্বক প্রকাশ, বিতরণ ও সংরক্ষণ করার আইনানুগ নির্দেশনা রয়েছে।

ক্লান্তি অথবা সহকর্মির নির্লিপ্ততার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও প্রিজাইডিং অফিসারের একার পক্ষে ৩০টি লিখিত ভোট গণনার বিবরণীর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা কঠিন কাজ। অপ্রত্যাশিত সামান্য বিচ্যুতি ঘটাতে পারে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি। দূর্গম এলাকাসহ দেশের বেশির ভাগ এলাকায় ফটোকপি মেশিন এর সুবিধা পাওয়া যায় না এটা অতি স্বাভাবিক চিত্র। এই স্পর্শকাতর মুহূর্তে যখন চারপাশের পরিবেশ বিভিন্নভাবে গুজবে থাকে ভরপূর, তখন একটি সামান্য ভুলই সফলভাবে চলমান নির্বাচনি পরিবেশকে মুর্হূতে করে দিতে পারে তছনছ ও হিংস্রতার পৈশাচিক আনন্দে ভরপুর।

মোটের উপর, নির্বাচনি পরিবেশ সমৃদ্ধভাবে সমাপ্তিকরণের লক্ষ্যে ফলাফল প্রকাশ প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের জন্য প্রস্তাবনা হলো, একজন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ৩০ কপি নির্ভুলভাবে লিখিত ফলাফল (ভোট গণনার বিবরণী তৈরি) প্রকাশ করা যেহেতু অত্যন্ত নিবিড় ও স্পর্শকাতর কর্ম, সেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার প্রতি পদের জন্য ৪ কপি করে লিখিত ফলাফল প্রকাশ করবেন (লিখিত ফলাফল ২ কপি রিটার্নিং অফিসার, ১ কপি সীলযুক্ত বস্তায় এবং ১ কপি কেন্দ্রের দেয়ালে সাঁটিয়ে প্রদর্শন করবেন) এবং Whatsapp, Messenger ইত্যাদি মাধ্যমে অবশিষ্ট ৬ কপি (বিশেষ খাম এর পরিবর্তে ১ কপি ইসিএস এর লিংক এ প্রেরণ, প্রিজাইডিং অফিসার এর সংরক্ষণে ১ কপি এবং ১ কপি করে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট অথবা ফলাফল ভোট গণনা কক্ষে উপস্থিত এজেন্ট অথবা কেন্দ্রে দায়িত্বরত এজেন্টদের এর নিকট প্রেরণ) মোবাইল এর মাধ্যমে ফলাফলের ছবি/পিডিএফ বার্তা আকারে তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করবেন। উল্লিখিত নম্বরসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক পূর্বেই প্রিজাইডিং অফিসার এর নিকট নির্ধারিত ফরমে সরবরাহ করবেন। উক্ত প্রস্তাবনার আলোকে আরো নির্ভূলভাবে ও দ্রুততার সহিত ব্যালট ও ইভিএম এর ফলাফল (ভোট গণনার বিবরণী) প্রকাশ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও, চলমান ইভিএম মেশিনে উন্নত কালি ব্যবহার এবং প্রিন্টার এর থারমাল রোল পেপারের স্পেস-এর আকার বড় করার মাধ্যমে ফলাফল (ভোট গণনার বিবরণী ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২) বিন্যস্ত করার বিবেচনা করলে কোনরুপ হস্তেলেখা বা হস্তেক্ষেপ ব্যতিত নির্বাচনী ফলাফল ব্যবস্থাপনা স্বল্প সময়ে, সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর, ঝুঁকিমুক্ত ও বাধাহীনভাবে সরবরাহপূর্বক সর্বজন গ্রহণযোগ্য করা যায়। ইতোমধ্যে ইভিএম মেশিনের বদৌলতে ভোটগ্রহণ পূর্বরাতের অস্থিরতা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। প্রস্তাবিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চূড়ান্ত ফলাফল (নির্ধারিত ভোট গণনার বিবরণী ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২) ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্বাচনি সমস্যার সমধানের আরেকটি নতুন অধ্যায়ে উত্তরণ সম্ভব। শেষ ভালো তো সব ভালো। তবে, এ জন্য ভোট গণনার বিবরণী তৈরি, প্রকাশ ও সংরক্ষণের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন অপরিহার্য।

লেখক: পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

FESTIVE ELECTION

Considering the stunning steps and suggestions for celebrating the festival of democracy

Kbd M Alamgir hossain

Festive election focuses the pleasant and pragmatic manners of the electoral stakeholders and voters for strong democracy.scholars of political science would no doubt consider festive elections as one of the most important events in a democratic society and expect effective measurements in guaging the quality of democracy of any country. In this context, festive election and particularly higher voter participation will be certainly a very good measure of a healthy democracy.Today election festivity is becoming very popular in democratic countries. Mr Green, a professor of political science at Columbia university recognizes it festive attraction, with polling places setup in saloons where voters would spend the day casting their ballots. He also presents a research study that organising community festivals- everyone invites for things like live music, sno- cones,and hotdogs - near polling sites can create a significant increase in voter turnout, often for less money than direct mail or door to door canvassing.

Conducting elections at field level,we notice that the festive mood fostering traditional and modern cultures of recent local and other elections in the country are certainly fine and the Election Commission can conduct that election held in a festive atmosphere, have been participatory and competitive. Spontaneous presence of ordinary voters who come with great enthusiasm are in the winter mornings ignoring the cold breeze. Long queues of voters are seen and votings are in peaceful although there are a little crowd. At the very front of the procession the candidate and with him some old and distinguished persons are must and just behind him some people, who may dance in the guise of a girl and leading the procession also. Voters who are Dissabled, pregnants and even parents of infants are standing in the queques. The slogans are very funny, witty and impressive. Temporary teastalls, inclusive meetings of voters, pleasant embracing and so on recreational events are noticeable. Attractive and uncommon campaign materials like Bioscope,modern musical instruments,badges, calendar,flyers, factsheets,musical videos,graffiti and so on are used.A large turnout(nearabout 70% on average) voters has been observed in the centers.The voting process takes place in a festivity atmosphere as people go to polls in mass to determine their administration and future. A week ahead of voting day hectic electioneering by the candidates and their supporters turn into a festive locality. From first time voters to centenarians,cricketers see people of various hues coming out to exercise their franchise. Film and media stars also gather to express keen interest to cast votes. Even the bridegroom and bride decked in wedding finery are noticed to first cast their votes before heading to the marriage venue.The voters show profound interest in exercising their franchise to elect honest and committed persons having better background . The competing candidates put in their all- out efforts to reach the doorsteps of the voters with a hope to get their support . Common voters, including the young generation express their optimism over festive polls as positive commitments are being made by the competing candidates. Through casting votes in festive election the young voters are encouraged to expect competent, patriotic and educated leadership.

EMB does take adequate preparations,including proper tier security measures to hold polls peacefully .Actually EMB, electoral stakeholders and voters should play pivotal role in making festive election and consider it ' as a social event where Voters would talk with friends hilariously and listen to live music. Polling will be held in popular community gathering spots.. A pertinent remarks from the noted book " Election as popular culture in Asia" by Chua beng Hua can be mentioned here. ' Inspite of the professionalization of campaign, elections remain the primary channels of popular participations in politics. The character and the intensity of popular participation obviously depend on the social and political culture of the country .So political commitment, EMB's stringent steps, fearless environment and spontaneous participation of the voters may be very essential for emphasizing festive election. Innovative and impressive suggestions that can promote are a) The social nature of polling places must be rapporteur, harmonious and friendly environment. b) Candidates must be deserving, dedicative and attentive to the electoral laws and voters..c) Voters can be encouraged to display NID cards / voters slip, while they are in the queue. d) For all the members of the political registered parties voting may be compulsory. e) Politicians may meet voters systematically who donot belong to their party.f) By taking the premising, Contesting candidates may extend their performances on the arrangements of talk shows, debate shows, party presentations or any combined social events in their respective areas. g) the volunteers, social workers or the supporters may come forward to repair the surrounding roads of the polling centers which are miserable condition for the voter transportation. h)Candidates may be inspired and motivated to use election campaign materials all- around giving the ward or constituents a special look.I) parties may have a clean statue of party founders, wave the party flags, can paste the tattoos of the candidates' symbol in their bodies.j) Supporters/voters may decorate outside of the polling centres like the festive mood of religious religion n) Candidates may give away electoral calendars .o) Transgenders may be motivated and encouraged in excercising voting rights.p) Using television in election might emerge as a possible space for the expansion of public sphere discourse.q)Afterall,Lawenforcers would not harass anyone.

Transparent elections are needed to get a pure people's representative. At the same time, if there are proper thinking, accountability, proper use of the law, the days of festive atmosphere in election would prevail unduviously n unambiguously.Elections could be an event like an examination, a lottery, a cricket match or an election. So it is high time to join the election with a willingness to embellish democracy. Let's enter the upcoming elections with joy and make the election a festival of ideas and works.

Writer: District election officer, Moulvibazar.

জাতীয় পরিচয়পত্র এবং তদসংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড

মুহাঃ সরওয়ার হোসেন

- National Identity (NID) Card - জাতীয় পরিচয়পত্র
  জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ এর ধারা ২ ও ৩ -এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে-

  ২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
  (২) "জাতীয় পরিচয়পত্র" অর্থ কমিশন কর্তৃক কোন নাগরিক বরাবরে প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্র;
  (৩) "জাতীয় পরিচিতি নম্বর [National Identification Number (NID)]" অর্থ জাতীয় পরিচয়পত্রে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর;
  উল্লেখ্য, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ১৩, ১৭ এবং ১০ digit সম্বলিত হয়ে থাকে ।

জাতীয় পরিচয়পত্র হলো এমন একটি দলিল যা একজন ব্যক্তির স্বতন্ত্র এবং জাতীয় উভয় পরিচয় বহন করে। ভোটারযোগ্য নাগরিকের পাশপাশি অন্যান্য সকল নাগরিককে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয় প্রদান করার পবিত্র দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত।

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন সংশোধন আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫ অনুসারে –

"৫। জাতীয় পরিচয়পত্র পাইবার অধিকার, ইত্যাদি- (১) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) অনুসারে ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক নাগরিক, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত সাপেক্ষে, জাতীয় পরিচয়পত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন অন্যান্য নাগরিককে, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত সাপেক্ষে, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করিতে পারিবে।"

- পরিচয় নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম
  ক) ভোটার যোগ্য বাংলাদেশের নাগরিক (Voters: 18 and 18+)
  খ) অন্যান্য সকল নাগরিক (Non-voters: under 18)

  [২০১৪ এবং ২০১৯ সালে হালনাগাদ কার্যক্রমের আওতায় এটি করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে যখন বয়স ১৮ হবে, তখন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং ভোট দিতে পারবেন। উভয় ক্ষেত্রেই এনআইডি কার্ড সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে নির্বাচন অফিসের মাধ্যমে চলমান]

ক্রম	বৎসর	পুরুষ	মহিলা	তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
০৯	২০২১	৫,৬৫,৯৮,০০৫ (৫০.৬৬%)	৫,৫১,২২,২২৩ (৪৯.৩৩%)	৪৪১	১১,১৭,২০,৬৬৯
১০	২০২২	৫,৭৫,৬৮,৮০৭ (৫০.৮৮%)	৫,৫৫,৫৩,৯২৭ (৪৯.১০%)	৪১১	১১,৩১,২৩,১৪৫

- জাতীয় পরিচয়পত্রে লিপিবদ্ধ তথ্য-উপাত্ত সংশোধন;
  (এপ্রিল/২০২০ হতে উক্ত সেবা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে)
  26 April 2020 এর পর থেকে-
  - Offline এর পাশাপাশি Online NID Service চালু করা হয়েছে;
  - NID Wing হতে সংশোধনের ধরণ অনুসারে Category Assign করা হয়।

ক্যাটেগরি	**Disposal Authority :**
ক	Upazila/Thana Election Officer/ AD, NIDW
খ	Senior District/District Election Officer/ DD, NIDW
গ	Regional Election Officer/ Director, NIDW
ঘ	DG Sir

ক্যাটেগরি	**Appeal Authority**
ক, খ ক্যাটেগরি বাতিল হলে	আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা
গ বাতিল হলে	মহাপরিচালক
ঘ বাতিল হলে	মাননীয় কমিশন

সংশোধন তথ্য (জানুয়ারি / ২০২২ পর্যন্ত)

নিস্পন্ন	ক	খ	গ	ঘ
মোট	১৮,০৭,৬৭১	৯,৭৬,৬৮০	১৪,৯০,১৫৫	১৩,৫৭,০৩৩
সর্বমোট নিস্পন্ন - ৫৬,৩১,৫৩৯				

- মাননীয় কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন;
  মৃত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের বিষয়ে ৪র্থ কমিশন সভায় মাননীয় কমিশন কর্তৃক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

  "মৃত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন প্রক্রিয়া সার্বজনীনভাবে উন্মুক্ত না রেখে আইনানুগ উত্তরাধীকার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিটি আবেদন কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য নথিতে উপস্থাপন করতে হবে। আবেদন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিতি হলে যথানিয়মে তথ্য সংশোধনপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত পুনরায় 'Dead' স্ট্যাটাসে রাখতে হবে। এরূপ সংশোধনের ক্ষেত্রে সকল ধরনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করে কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রয়োজনীয় আপডেট করতে হবে।"

- ভোটার এলাকা স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম (Migration)
  (ক) একই নির্বাচনি এলাকার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভোটার এলাকা;
  (খ) ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনি এলাকার ভোটার এলাকা
  ফরম-১৩ পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে জমা দিতে হয়।

- Withdrawal of Duplicate NID card (owing to loss/damage/migration)
  (printed at NID Wing and District Election Office level as well)
  উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রিন্ট সুবিধা দেওয়ার জন্য কার্যক্রম চলমান

- Online NID Services- www.services.nidw.gov.bd
  (গত এপ্রিল/ ২০২০ হতে জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত)
  রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রায় ১,৩১,১৮,৪১১ জন নাগরিক
  এনআইডি ডাউনলোড করেছেন প্রায় ৬৯,৩৭,৫৯৩ জন নাগরিক
  নতুন ভোটারের জন্য নিবন্ধন করেছেন প্রায় ১৯,১০,৪৭৩ জন নাগরিক
  হারানো কার্ড উত্তোলনের আবেদন প্রায় ৩,৫৭,০৭৭ জন নাগরিক
  সংশোধন আবেদন প্রায় ১,১৭,৯৫৮ জন নাগরিক

উল্লেখ্য, COVID pandemic এর মধ্যেও এনআইডি উইং হতে সারাদেশে নির্বাচন কার্যালয় ও আইডিইএ প্রকল্পের প্রায় ২৬০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এনআইডি অনলাইন সার্ভিস সিস্টেমস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- Smart Card বিতরণ সংক্রান্ত (সর্বশেষ জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত)

মুদ্রণকৃত কার্ড	মোট বিতরণ	মোট অবিতরণকৃত
৭,০৬,৯২,৭৫৭	৫,০৬,০৬,৪৯৭ (৬৭.৮%)	১,৭৩,৮২,৯৮৭

- NID Partner Services
- 158 institutions are linked with this NID Database and many more are to come.

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
সরকারি প্রতিষ্ঠান	৪৪
মোবাইল কোম্পানী	০৬
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৮
মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানী	০৮
বীমা কোম্পানী	০৫
অন্যান্যবীমা প্রতিষ্ঠান	০৪
সর্বমোট =	১৫৮

- ডিসেম্বর/২০২১ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আয়ের খাত ভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্রম	সেবার নাম	রাজস্ব আয় (টাকা)
১	পরিচয়পত্র সেবার ফি (সংশোধন, হারানো ইত্যাদি)	৯৫,৭৭,৩৩,৯৪৪
২	চুক্তি সম্পাদন ফি	১৯,১৮,৪৯,৬৭৫
৩	পরিচিতি যাচাই ফি	১৭০,৩১,৮২,৫৬৬
সর্বমোট		২৮৫,২৭,৬৬,১৮৫

- তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত প্রতিবেদন সরবরাহকরণ সংক্রান্ত

a) Providing Reports to Police, Court, Anti-Corruption Commission and different Ministries/ dept./institutions-

a) NID based

b) Parameter like name, parents, address, etc

c) Fingerprint (CD/using stamp Pad ink)

b) Identifying unknown dead body (অজ্ঞাতনামা লাশ সনাক্তকরণ)

a) Fingerprint (CD/using stamp Pad ink) received from Police

b) Fingerprint collected by Technical team of IDEA Project (2 operators) from morgue within Dhaka city

ক্রমিক	যাচাইয়ের ধরণ	সংখ্যা (২০২০-২১ সালে)
০১	জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই	৫৭৯০
০২	আঙ্গুলের ছাপ যাচাই	১২৯
০৩	সর্বমোট	৫৯১৯

- Different NID related Complains

  - Complain Sources:
    i) Public Complain in hard copy (Addressing Hon'ble CEC Sir / Senior Secretary Sir / DG Sir)
    ii) Election Officers at field level
    ii) Mass Media- Newspaper/News Channel

  - Action:
    i) File Initiated for Decision (at DG/Secretary/Hon'ble Commission)
    ii) Investigation –
    a) at field level (UEO/Thana Election Officer, SDEO/DEO, REO)
    b) Inquiry Committee (NID Wing, IT, Secretariat)
    iii) Special Committee (govt. job holder hiding NID info)
    iv) File Initiated after getting the Investigation Report
    v) Getting the decision/instruction of the concerned authority
    vi) Implementation (with the help of IT)

- বিদেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

১৯ এপ্রিল ২০১৮ - 'প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটারগণকে জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ' বিষয়ে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখান থেকে বিভিন্ন পরামর্শ/সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ - ভোটার তালিকা বিধিমালা ২০১২ তে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নপূর্বক প্রবাসী নিবন্ধনের ফরম-২ক শীর্ষক একটি নতুন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে;

২৩ অক্টোবর ২০১৯ - প্রবাসী নিবন্ধনের সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; প্রবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক আবেদনের জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তিনটি দেশে (যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়া) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

২৯ নভেম্বর ২০২০ - তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৩ তম মাননীয় কমিশন সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

" বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকগণকে ১ম বার বিনামূল্যে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে"

ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব-আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে বসবাসরত/কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিগণের নিকট হতে আবেদন গ্রহণের নিমিত্ত অনলাইন পোর্টাল উদ্বোধন করা হয়েছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা নিম্নরূপঃ (জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত)

মালয়েশিয়া	সৌদিআরব	সিংগাপুর	সংযুক্ত আরব আমিরাত	যুক্তরাজ্য	মালদ্বীপ	সর্বমোট
২৩৭	৯৮৬	১৭২	৭৯০	৫২২	২৮	২৭৩৫

সর্বশেষ বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন-এ এনআইডি সেবা চালুকরণ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।

- দ্বৈত ভোটার সংক্রান্ত

Duplicate- 5,29,974 (till Jan/2022)
Match Found cases- 6,35,447

before- AFIS, now- ABIS
a) match with own self and b) match with others (false match)

- ২০১২ - মাঠ পর্যায়ে দ্বৈত ভোটারের তালিকা সরবরাহের মাধ্যমে দ্বৈত ভোটারের শুনানী গ্রহণ সাপেক্ষে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক সুপারিশ করা হয়।
- ২০১৭ - পরবর্তীতে দ্বৈত ভোটার হলে প্রথমটি বহাল থাকবে এবং দ্বিতীয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে deleted হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।
- ২০১৯ - দ্বৈত ভোটারদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসার কর্তৃক বিদ্যমান ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এবং জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে মামলার সিদ্ধান্ত হয়।
- ২০২১ - মাননীয় কমিশনের ৭৮তম সভার সিদ্ধান্ত

(ক) ভোটার তালিকা আইন ২০০৯ এবং জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন অনুযায়ী যারা ২য় বার ভোটার তালিকায় নাম অর্ন্তভূক্ত করেছেন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছেন সেসকল ভোটারের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, AFIS ম্যাচিংয়ের ব্যবস্থা থাকার পরও যেসকল কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে দ্বৈত ভোটার হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) দ্বৈত ভোটার অন্তর্ভূক্তিরোধে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে।

(গ) কারিগরি দিক বিবেচনা করে মাঠ কার্যালয়ে ভোটার নিবন্ধনের সময় AFIS ম্যাচিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

(ঘ) ভোটার কর্তৃক ২য় বার অর্ন্তভূক্তির বিষয়টিসহ জাতীয় পরিচয় সংক্রান্ত অন্যান্য অনিয়ম নিস্পত্তির জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে আহবায়ক এবং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি যথাযথ শূনানী গ্রহণ করে আইন সম্মত সুপারিশ প্রদান করবে। সে আলোকে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

- এনআইডি কার্ডের তথ্য গোপন করে চাকুরিতে নিয়োগদান

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

চাকরি পাওয়ার পর Pay Fixation সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যাদি আমলে নিয়ে চাকরি ও অন্যান্য সেবা প্রদানের নিমিত্ত সদয় নির্দেশনা জারির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় কে সচিব, নিকস কর্তৃক একটি ডি.ও লেটার প্রদান করা হয়।

০৫ মার্চ ২০১৯

উল্লিখিত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা জারি করা হয়।

০২ ডিসেম্বর ২০১৯

তথ্য গোপন করে চাকুরি প্রাপ্তির পর জাতীয় পরিচয়পত্রের বিভিন্ন তথ্য সংশোধনের প্রাপ্ত আবেদনগুলো নিস্পত্তির জন্য মাননীয় কমিশনের অনুমোদনক্রমে পরিচালক (অপারেশন্স), এনআইডি উইং কে আহবায়ক করে আইন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, কারিগরি অধিশাখার প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

মোট সভার সংখ্যা (জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত)	২০ টি
মোট নিস্পত্তিকৃত আবেদন	৪৪৪
অনুমোদিত	১৮৮
বাতিল	১০১
অন্যান্য	১৫৫

- ভোটার তালিকা হতে মৃত ভোটার কর্তন (Dead status)

মৃত ভোটার : ৫০,৩২,৩২৮ (জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত)
ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ (খ) অনুসারে-
“ভোটার তালিকাভুক্ত যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা যিনি অনুরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার সময় অযোগ্য ছিলেন বা অযোগ্য হইয়াছেন তাহার নাম কর্তন করার” বিধান রয়েছে।

কর্তন প্রক্রিয়াঃ

- ফরম-১২ পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রেশন অফিসার (উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার) বরাবর আবেদন করতে হয় যেখানে মৃত্যর তারিখ উল্লেখ করতে হয়;
- আবেদনকারী/তথ্য সরবরাহকারী/তথ্য সংগ্রহকারীর বিবরণ দিতে হয়;
- তথ্যসংগ্রহকারী কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের সত্যতার বিষয়ে লিখিত ঘোষণা ও স্বাক্ষর দিতে হয়;
- অবশেষে রেজিষ্ট্রেশন অফিসারের স্বাক্ষর দিতে হয়।
- পূরণকৃত ফরম-১২ স্ক্যান করতঃ ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়।

তথ্য সংগ্রহকালীন নিম্নরূপ কারণে জীবিত থাকা সত্ত্বেও কতিপয় ভোটারকে মৃত স্ট্যাটাস করা হয়েছেঃ

ক) করণিক ভুল, খ) ডাটা এন্ট্রিতে ভুল এবং গ) কতিপয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভুল

সমাধান হিসাবে উপযুক্ত প্রমাণকের ভিত্তিতে আবেদন করা হলে dead status কে Role back করার সুবিধা মাঠপর্যায়ের নির্বাচন অফিসসমূহকে প্রদান করা হয়েছে।

- Madness issue (৪,৩৩৪ till Jan ২০২২)

গত ১০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় কমিশনের ৮৯তম সভায় জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজে Madness status পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয় এবং মাননীয় কমিশন নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২ অনুযায়ী কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা না করা হলে এবং এসংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি দাখিল না করা থাকলে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজে যেসকল নাগরিকের madness status আছে তা বিলুপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ভোটার তালিকা নিবন্ধন ফরমে madness status না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজে কোন ব্যক্তির madness status এলো তা সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসার ও রেজিস্ট্রেশন অফিসার ও রেজিস্ট্রেশন অফিসারের মাধ্যমে তদন্তপূর্বক নির্বাচন কমিশন উপস্থাপন করতে হবে।

মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা

- madness status সম্বলিত ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সংরক্ষিত নিবন্ধন ফরম-২ এবং সংযুক্ত অন্যান্য দলিলাদি যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট ভোটারের নিবন্ধন ফরম-২ (বিশেষ করে ২০০৭-০৮ সালের ক্ষেত্রে) না পাওয়া গেলে সরেজমিন তদন্তপূর্বক madness বিষয়ে সত্যতা যাচাই করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে;
- ভোটার তালিকা নিবন্ধন ফরমে madness status না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজে কোন ব্যক্তির madness status এলো সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কারণ দাখিলকৃত প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে madness status পরিবর্তন বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- Passport related NID issues

<u>০৪ জুলাই ২০১৩</u>

'বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর' এর সাথে 'নির্বাচন কমিশন' দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তদসত্ত্বেও এনআইডির পাশপাশি জন্ম সনদের ভিত্তিতে (এনআইডি থাকা সত্ত্বেও) এমআরপি প্রদান করা হত।

<u>২২ জুলাই ২০১৯</u>

'ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর' এর সাথে 'বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন' এর সংশোধিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

- ২০০৭-২০০৮ পূর্ববর্তীকালের পাসপোর্ট অনুসারে সাধারণত এনআইডি সংশোধন করা হয়ে থাকে।
- কিন্তু এনআইডি প্রদানের তারিখের পর ইস্যুকৃত পাসপোর্ট অনুসারে এনআইডি সংশোধন করাটা সমীচীন নয়।

<u>২০২১ সাল</u>

ই-পাসপোর্ট চালু হয় যার মূল ভিত্তি হলো এনআইডি। সরাসরি এনআইডি সার্ভার হতে API এর মাধ্যমে ডাটা পুল করে পাসপোর্ট সিস্টেম হতে ই-পাসপোর্ট প্রস্তুতের প্রক্রিয়া করা হয়।

২৮ এপ্রিল এবং ০৯ ডিসেম্বর ২০২১

সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে পাসপোর্ট রিইস্যু/সংশোধন সংক্রান্ত দুটি পরিপত্র জারি করা হয়েছেঃ

"বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীদের এনআইডি ও পাসপোর্টের মধ্যে তথ্যের গরমিল হলে যথাযথ প্রমাণকের ভিত্তিতে এনআইডিতে প্রদত্ত তথ্য (নাম, পিতার নাম, বয়স ইত্যাদি) অনুযায়ী পাসপোর্ট প্রদান করা যাবে"।

- বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পরিত্যাগকারীগণের এনআইডি রহিতকরণ সংক্রান্ত

ভোটার তালিকা (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৩(ক) অনুসারে কোন ব্যক্তি 'বাংলাদেশের নাগরিক না থাকিলে' তার নাম ভোটার তালিকা হইতে কর্তন করার বিধান রয়েছে।

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ এর ধারা ১০ অনুসারে -

"কোন নাগরিকের নাগরিকত্ব অবসান হইলে তাহার জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত জাতীয় পরিচিতি নম্বর অন্য কোন নাগরিকের বরাবরে প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার করা যাইবে না"।

গত জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ১৩১০ (তেরশত দশ) জন বাংলাদেশি নাগরিকের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পরিত্যাগের আবেদন সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে।

সমস্যাঃ

ক) উল্লিখিত তালিকাতে NID নম্বর প্রদান করা হতো না। সম্প্রতি এতদবিষয়ে এনআইডি উইং হতে অনুরোধ জানানোর পর কিছু কিছু এনআইডি নম্বর প্রদান করা হচ্ছে।

সমাধানঃ

ক) সুরক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পরিত্যাগকারীদের সঠিক এনআইডি নম্বরের ভিত্তিতে মাননীয় কমিশনের অনুমোদনক্রমে এবং কারিগরি অধিশাখার সহায়তায় NID status locked করে রাখা হয়।

- জাতীয় পরিচয়পত্রে হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের নাম সংশোধন/পরিবর্তন

১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় নির্বাচন কমিশনের ২২/২০১৮তম সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

"ক. এসএসসি পাশ ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে যারা এসএসসি পাশ তাদের এসএসসি সনদে উল্লেখ থাকা নাম ঠিক রেখে সংশোধন করতে হবে।

খ. মাঠ পর্যায়ে তদন্ত হলে কোন যুক্তিসংগত কারন ছাড়া তা বাতিল করা যাবেনা এবং কোন আবেদন বেশি সময় ধরে ফেলে রাখা যাবে না।"

অন্যান্য কর্মকান্ড

- রোহিঙ্গা কর্তৃক অবৈধভাবে পরিচয় নিবন্ধন ও এনআইডি প্রাপ্তি রোধকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) এর অংশ হিসাবে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় (ORG-Office of the Registrar General- Birth & Death Registration) কে শিশুর জন্ম সনদ ইস্যুকালে Unique ID (UID) সরবরাহকরণ; উল্লেখ্য, ইউআইডি মূলত ১০ digit সম্বলিত স্মার্ট এনআইডি নম্বর;
- মুক্তিযোদ্ধা শব্দের/নামের পূর্বে 'বীর' শব্দটি সংযোজনপূর্বক স্মার্ট এনআইডি প্রদান;
- ভোটার তালিকায় পরিচয়হীনদের পিতা-মাতার নাম লিপিবদ্ধকরণে জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

লেখক: সহকারী পরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

এনআইডি'র সাতকাহন

মোঃ ফখর উদ্দীন শিকদার

প্রবাদ আছে, অর্থই সকল অনর্থের মূল। ইহজগতে সংঘটিত প্রায় সকল অনিষ্টের মূলেই আর্থিক সংশ্লেষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। আর এই অর্থের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া কতই না চেষ্টা চলিতেছে ! আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিতেছে। অ্যাকাউন্ট খুলিবার পূর্বে ব্যক্তির তথ্যাদি কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতেছে। যাচাই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিবার সুযোগ তাঁহাদের ভাগ্যেই জুটিতেছে। যাচাই-প্রক্রিয়া যত কঠিনই হউক গ্রাহকবৃন্দ ইহা মানিয়া লইতেছে। আর মানিবেনই না কেন? যে ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে বিপুল অঙ্কের ঋণ মঞ্জুরীসহ আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হইবে ইহার যাচাই-প্রক্রিয়া একটু কঠিন হইবে বৈকী ?

ইদানীং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিবার বিষয়ে বিজ্ঞাপন চোখে পড়িতেছে। অবিশ্বাস্যভাবে শুধু জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করিয়া গ্রাহক নিজেই ঘরে বসিয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিতে পারিবেন ! গ্রাহককে স্ব-শরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত জমা দিতে হইবে না, ছবি- স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে না, ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে ইন্টারভিউ দিতে হইবে না, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সরেজমিন যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কর্মকর্তাও নিয়োগ করিবেন না। এত কিছু যাচাইয়ের ভার কর্তৃপক্ষ এনআইডি'র উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে এনআইডি ইতিমধ্যে কস্টিপাথরের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ব্যক্তির পরিচয় যাচাইয়ের জন্য যে পাসপোর্টকে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য দলিল বিবেচনা করা হয়, সেই পাসপোর্ট প্রস্তুতির পূর্বশর্ত হিসাবে কর্তৃপক্ষ এখন এনআইডি-কে জুড়িয়া দিয়াছেন। সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনে এনআইডি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সরকারি-বেসরকারি চাকুরিসহ প্রায় সকল কাজে এনআইডিকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এনআইডিকে বাধ্যতামূলক না করার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নানাবিধ যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইতেছে।

মনে হইতেছে এনআইডি যেন অমাবস্যার আকাশে চাঁদের স্নিগ্ধতা লইয়া আবির্ভুত হইয়াছে। আর সেই আলো কাড়িয়া নেওয়ার জন্য সকলে হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। উক্ত আলোর ছটায় দুষ্ট লোকেরা তাহাদের দুষ্কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ধকারটুকু হারাইয়া বিলাপ করিলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকারী কর্তৃপক্ষ বেজায় খুশি হইয়াছেন। খুশি তো হওয়ারই কথা, যে এনআইডি বিপুল সংখ্যক ভুয়া পেনশনার শনাক্ত করিয়া সরকারের শত কোটি টাকা সাশ্রয় করিয়াছে, অপরাধের লাগাম টানিয়া ধরিয়া আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্বস্তি দিয়াছে, বেওয়ারিশ লাশ সনাক্ত করিয়া স্বজনদের হৃদয় শান্ত করিতেছে, ইহার কদরতো একটু বেশী হইবেই।

এনআইডি আজ এক মহাকাব্য। মহাকাব্য যেমন একদিনে রচিত হয় না, এনআইডি'র ইতিহাসও এক দিনের নহে। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় ধরিয়া বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে লইয়া এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কতশত সীমাবদ্ধতার মধ্যে কত কাঠখড় পুড়াইয়া এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে তাহা শুধু সংশ্লিষ্টরাই অনুধাবন করিতে পারিবেন। জনপ্রিয়তা, বিশুদ্ধতা এবং ব্যবহার উপযোগিতার মানদণ্ডে আজ ইহা নোবেলতুল্য পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। রবি ঠাকুর নোবেল পাইবার আশায় সাহিত্য রচনা করেন নাই, সাহিত্য রচনাকালে তিনি জানিতেনও না ইহা নোবেল পুরষ্কার অর্জন করিবে। অন্তরাত্মার তাগিদ হইতে তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্যকর্ম করিয়াছেন। এনআইডি'র ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম নহে। নির্বাচন পরিবারের সদস্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, অনেক নির্ঘুম রজণী অতিবাহিত করিয়া, অপ্রতুল জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট সঙ্গী করিয়া দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এনআইডিকে বর্তমান অবস্থানে দাঁড় করাইয়াছেন। এক যুগেরও পুরাতন অকেজো প্রায় ল্যাপটপ,

পুরাতন সার্ভার যন্ত্রপাতি, সীমনির্ভর মন্থর গতির ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা, আউট সোর্সিং এর স্বল্প সংখ্যক অপারেটর লইয়া বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের এনআইডি সেবা চালু আছে। জনবলের ব্যাপক সংকট, যন্ত্রপাতির দুর্দশা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এনআইডি সেবার সহজলভ্যতাকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিতেছে। টিউনিংবিহীন হারমোনিয়াম লইয়া গান করিতে শিল্পীর যেইরূপ অসুবিধা হয় নির্বাচন কর্মকর্তাগণের বর্তমানে সেই দশা। উপরন্তু তবলা-গিটার আছে কিন্তু বাদক নাই। হারমোনিয়ামের পাশাপাশি শিল্পীকে ঐ দুইটি বাদ্যযন্ত্রও একসঙ্গে বাজাইয়া সুর তুলিতে হইতেছে। যেই সুর খোদ শিল্পীকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে না, তাহা শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করিবে কী-ভাবে? আশার কথা হইতেছে, অবস্থার উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা চালাইতেছেন। সেই সময়টুকুন সেবা গ্রহীতাদের ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। আরও আশার কথা হইতেছে গ্রাহকবৃন্দ ভাবিতে শিখিয়াছেন ধৈর্য্যের ফল মিষ্টি হইবেই। বিশুদ্ধ এনআইডি প্রাপ্তিতে তাঁহারা যেন সুসন্তান লাভের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। মমতাময়ী মায়েরা যেমন সন্তান লাভের পর সন্তান ধারণ ও প্রসব বেদনার কষ্ট ভুলিয়া যায় তাঁহাদের মনেও অনুরূপ অনুভুতির উদয় হইতেছে।

এনআইডি'র সেবা লইয়া কিছু সমালোচনা আছে। কিন্তু চাঁদেরও তো কলঙ্ক আছে। রবি ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম কী কখনও সমালোচিত হয় নাই? আমরা রবি ঠাকুরের সমালোচনা করিতে পারিব কিন্তু তাঁহার সকল সৃষ্টি কর্ম যোগাড় করিয়াও রবীন্দ্র সংগীত রচনা করিতে পারিব না। ভবিষ্যতে রবীন্দ্র সংগীতের চাইতে ভালো কোনও সংগীত রচিত হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্র সংগীত তো রবীন্দ্রনাথকেই রচনা করিতে হইবে।

কথিত আছে আবেগ দিয়া রাষ্ট্র চলে না। কিন্তু সেই আবেগ ভালোবাসার শক্তিকে বিদ্রোহে রূপান্তর করিয়া রেস/কোর্স ময়দানের উত্তাল জনতা তো বঙ্গবন্ধুর আবেদনে সাড়া দিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আবেগমিশ্রিত ভালোবাসা না থাকিলে নিজস্ব অর্থায়নে আজ পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হইত না, উন্নয়নের চাকাও এত বেশি গতি পাইত না। ফৌজদারি কার্যবিধির রচয়িতা-তো সাহিত্যিকও বটে। আবেগের চোখ দিয়া তিনি মনুষ্যজাতির আচরণ পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ করিয়াছেন, যাহা আজ রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা পাইয়াছে। এনআইডি'র প্রতি নির্বাচন পরিবারের প্রতিটি সদস্যের যেই আবেগ, যেই ভালোবাসা, যেই দরদ নিহিত আছে তাহা নিঃশ্চয়ই এনআইডি'র সেবা বৃদ্ধিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করিবে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা নির্বাচন পরিবারে এবং কেবল নির্বাচন পরিবারেই এনআইডি একদিন কষ্টিপাথরের পাশাপাশি পরশপাথর হইয়া উঠিবে। ইহারই পরশমানিক স্পর্শে আমাদের অন্তর বাহিরের সমস্ত লোহা সোনা হইয়া যাইবে। সোনার মানুষের সোনার বাংলায় সোনার ফসল ফলিবে।

নির্বাচন পরিবারের সদস্যগণ করোনাকালে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়া ইতিমধ্যেই এনআইডি'র প্রতি তাঁহাদের আবেগঘন ভালোবাসার প্রমাণ দিয়াছেন। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা অনেক আগেই দুই অঙ্ক ছাড়াইয়াছে। মৃতের সংখ্যাও দুই অঙ্ক ছুঁইয়াছে। নির্বাচন অফিসগুলিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অবকাঠামো তৈরীর সুযোগ এখনও হইয়া উঠে নাই। তবুও এনআইডি'র সেবা প্রদানে তাঁহারা পিছু হটিতেছেন না। জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এতো নাজুক সুরক্ষা ব্যবস্থায় এতোবড় স্বার্থত্যাগ জগতে কয়টি লোক করিয়াছে!

মাখন তৈরীতে দুধের আলোচনা যেমনি করিয়া প্রাসঙ্গিক হয়, তেমনি করিয়া এনআইডি'র প্রসঙ্গ আসিলেই ভোটার তালিকা ইহার মাতৃত্বের দাবী লইয়া হাজির হয়। গর্ভস্থ সন্তানের নিরাপদ স্বাস্থ্যের জন্য মায়ের সুস্বাস্থ্য যেইরূপ প্রয়োজন, মানসম্পন্ন এনআইডি'র জন্যও বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা সেইরূপ প্রয়োজন। জাতীয় ভোটার দিবস প্রতি বছর এই অমোঘ সত্যটি আমাদের মনে করাইয়া দেয়।

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

লেখক: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সাভার, ঢাকা।

A JOURNEY OF IDEAS AND EXPERIENCES

Shermin Afroz

Capacity Building Program for the officials of Bangladesh Election Commission as a part of Bangladesh Election Commission's SCDECS project conducted at IIIDEM Campus, Dwarka, New Delhi, From 20th to 31st December, 2021.

I am Lucky enough to be a team member of twenty five participants from Bangladesh Election Commission. Any type of training is important because it represents a good opportunity for employees to grow their knowledge base and improve their job skills to become more effective in the workplace. Despite the cost of training for employees, the return on investment is immense if it is consistent.

Actually from this training we have learned a lot. I think this course is not only for skill development but also it increased productivity and performance, standardized the uniformity of work process, boosted morale, improved knowledge of policies and goals, improved customer valuation and help me work more effectively in the workplace environment indeed.

Those very twelve days flew away in the blink of an eye. In a very hospitable and comfortable environment we enjoyed many topics like-

- Electoral Administration in Bangladesh and India.
- What and why democracy.
- Strategic and operational planning.
- Constituency boundary demarcation.
- Voter registration process in Bangladesh and India.
- Types and challenges of voter registration world over.
- Inclusion of PWD (Person with Disabilities), women, ethnic minorities and vulnerable people;
- Online voter registration and use of web based software and mobile apps for voter registration.
- Service voter registration portal and ETPBS (Electronic Postal Ballot System).
- Voter education international standards and Indian nest practices;
- Introduction to electoral system; Guiding principles and international standards for free and fair elections.
- Registration and regulation of political parties; Code of Conduct for electoral stakeholders.
- Risk planning and international IDEA's Electoral Risk Management Tool;
- District election management plan and vulnerability mapping in India, ENCORE;
- Challenges of new media in elections monitoring social media, addressing hate/ fake/ paid news concerns.

- Future voting methods- EVM's and internet voting.
- Challenges of counting of votes and transmission of results.
- Political party finance and campaign expenditure by parties and/or Candidates.
- Electoral day monitoring;
- Electoral dispute resolution mechanisms- complaint management.
- Post-election evaluation.

Among all of these topics some of the different ideas that are exercised in ECI is mentionable-

1. ECI has permanent setup for voter registration in which the booth level officer (BLO) at the lowest level. People can register himself / herself as a voter all the year round with the help of BLO. Citizen can enroll self as voter, check status, objection/ deletion, tarnsposition through mobile app or website.
2. I think the portal (ETPBS) or Electronic Postal Ballot System is praise worthy as through service voter registration portal (ETPBS) a person in service can register as a voter and can impart voting system and can cast his vote.
3. Election Commission of India (ECI) independently exercises power in all sphere of electoral affairs for ensuring free, fair and credible election. During election judiciary cannot intervene and ECI's decisions can be challenged only after election. Any disqualification is found for sitting members of parliament the Supreme Court and High Courts are referred to ECI's opinion.
4. In EVM System of India Casting vote slip is stored. If there is any dispute about counting votes though EVM, then stored slips are presented and counted for accuracy, Braille system in EVM is another mentionable thing.
5. cVIGIL is an app which enables citizens to provide time stamped proof of code of conduct/ expenditure violation by uploading photo, audio, video using by smartphone. cVIGILL allows observers to see code of conduct/ expenditure violation.
6. Establishment of pink polling station provides privilege woman to set out their rights and responsibilities.
7. ECI provides wheelchair, crutches, ramp, elevator, separate queues, breast feeding corner etc for making voter registration centers and polling station more accessible. For Covid affected or suspected voter ECI arrange separate polling station. For the aged citizen ECI arranges Home voting, left no one behind and all of from the mainstreaming. It's a praise worthy step that has drawn my concentration.
8. By using of various portals and Apps ECI provides citizens information. The way of voter education is so colorful and more scientific. They teach the students through play and game. They arrange competition among folk ladies in Rangollee.

   Four tire of electoral club engage all sphere of people in electoral process.

   Bangladesh Election Commission can take some initiative for the betterment of the stakeholders and BEC itself-

   a. BEC should establish a permanent set up at the level of union perished like BLO of India.
   b. Through the decentralized process BEC can take steps to enlist service voter and by the use of electronic postal Ballot a bulk of voters can impart voting system.

c. BEC should maintain a congenial environment with judiciary to uphold its decision.

d. Comprehensive voter education should be arranged in an effective and scientific manner. In academic procedure Democracy and Election Management should be included.

e. By using different types of web based software and mobile app BEC can enable citizens to report about code of conduct or Expenditure violation.

f. BEC should take proper steps to include marginalized people in electoral process.

g. BEC should arrange workshop and research for post-election evolution to make further strategic plan and make evaluation for better Risk management.

Sight visiting as a part of training. We enjoyed "Tajmahal" at Agra, Voter Registration system at Agra Office, Qutub Minar and the most precious visit at the CEO Office at Delhi as well as the Electoral Museum that has given a great impression upon my heart. All of us enjoyed a lot. Through this tour we also were able to exchange our ideas and views, our experiences, cultures and the everlasting friendship between two countries- Bangladesh and India.

লেখক: উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।

নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট

এস এম আসাদুজ্জামান

নির্বাচনে ভোট প্রদান প্রত্যেক ভোটারের গণতান্ত্রিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিতের জন্য এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক ভোটারের ভোট প্রদানের সমান সুযোগ থাকা জরুরী। কোন নির্বাচনে কত শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে প্রতিটি ভোটারের ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী যে যে এলাকার ভোটার তাকে তার এলাকার সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে হবে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক ভোটার চাকরি, ব্যবসা বা বিভিন্ন কারণে তাদের সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার বাইরে বসবাস করেন এবং ভোটগ্রহণের দিন তারা এলাকায় যেতে পারেন না এ কারণে তারা তাদের ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত হন। প্রত্যেক ভোটারই যাতে নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে পারেন এ জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশেও প্রবাসী এবং স্থানীয় কিছু গোষ্ঠীর জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের বিষয়ে আইনী বিধান রয়েছে।

কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী এক গবেষণায় দেখা গেছে ১৬৬টি দেশের মধ্যে ৪৪টি দেশই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপীয়, উত্তর আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশেই পোস্টাল ব্যালটের বিধান রয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান ও ল্যাটিন আমেরিকান অঞ্চলের দেশসমূহে পোস্টাল ব্যালটের প্রচলন নেই বলেই চলে। মূলত যেসব দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেসব দেশে পোস্টাল ব্যালটের প্রচলন বেশি। অনেক দেশে শুধু প্রবাসী ভোটরের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব দেশে পোস্টাল ব্যালট ব্যাপকভাবে প্রচলিত তার মধ্যে রয়েছে -ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ফিনল্যান্ড, জার্মানী, হাঙ্গেরী, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি।

অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল নির্বাচনে ২০১৬ সালে ১.২ মিলিয়ন ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন যা মোট ভোটারের ৮.৫ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়াতে ১৯০৩ সালে পোস্টাল ব্যালটের প্রচলন শুরু করা হয়। অস্ট্রিয়াতে ২০১৭ সালের নির্বাচনে ৭,৮০,০০০ জন ভোটার ভোট প্রদান করেন, যা মোট ভোটারের ১৫%। ২০১৯ সালে কানাডার সাধারণ নির্বাচনে ৬,৬০,০০০ জন ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন যা মোট ভোটারের ৩.৬%। জার্মানীতে ২০১৭ সাধারণ নির্বাচনে ২৯% ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করেন। ইংল্যান্ডে ২০১৭ সালের নির্বাচনে ১৮% ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করেছে।

২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৩৩ মিলিয়ন ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করেছিলেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করেন। Covid-১৯ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়ে এপ্রিল ২০২০ সময়ে এক জরিপে দেখা গেছে ৫৮% ভোটারই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেয়ার পক্ষে ।

ভারতে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেয়ার জন্য ভোটারদের ইলেকট্রনিক্যালি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশেও পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিধান রয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদে বিশেষ কিছু ভোটার গোষ্ঠীর জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে – সরকারি

চাকরিজীবী ও তাদের সাথে বসবাসকারী স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তান যারা ভোটার, জেলখানায় বা অন্য কোন আইনী হেফাজতে থাকা ভোটার, কোন ব্যাক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত থাকলে এবং বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ভোটার।

জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি অন্যতম বিশাল কর্মযজ্ঞ- এর সাথে ব্যাপক সংখ্যক জনবল জড়িত যার মধ্যে রয়েছে- নির্বাচন সংশ্লিষ্ট জনবল - পোলিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, রির্টানিং অফিসার, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী - পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্টগার্ড, আনসার, নির্বাহী ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা- উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসন। এরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের সাথে জড়িত। এদের সকলকেই নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের নির্বাচনি এলাকার বাহিরে থাকতে হয়। যদিও এদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ রয়েছে তবে বাস্তবতা ভিন্ন। পোস্টাল ব্যালটের বিষয়টি এত জটিল ও সময়সাপেক্ষ যে কারণে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের সংখ্যা শূন্যের কোঠায়।

বাংলাদেশে নির্বাচনের সাথে জড়িত বিপুল সংখ্যক ভোটারসহ যারা নির্বাচনী এলাকার বাইরে বসবাস করেন তাদের ভোটাধিকারের সুবিধার্থে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া আরো সহজ করা জরুরী। আধুনিক টেকনোলজী ব্যবহারের মাধ্যমে প্রবাসীরাও যাতে ভোট প্রদানে করতে পারেন সে বিষয়েও ব্যবস্থার দাবী রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগ সৃষ্টির জন্য ই-ভোটিং বা আধুনিক টেকনোলজি নির্ভর ভোটের ব্যবস্থা সময়ের দাবী।

তথ্যসুত্র: PEW Research Centre and ACE knowledge network

লেখক: পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্মসচিব (চ.দা.), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

সাহিত্য বিভাগ

ভোটার ভুতের গল্প

-অশোক কুমার দেবনাথ

চাকুরী জীবনের শুরুতে বেশ কিছু দিন দুইটি উপজেলায় উপজেলা নির্বাচন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। তখন উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন না-সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন। এরূপ দায়িত্ব পালনের এক পর্য়ায়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক প্রত্যন্ত উপজেলায় বদলি হলাম। নতুন কর্মস্থলে যোগদানের পর দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করলাম। আমার পূর্বসুরী তখনও বাসা বদল করেননি। ফলে আমারও নতুন কর্মস্থলে বাসা স্থানান্তরে বিলম্ব হচ্ছিল। আমি অফিস থেকে দূরে নদীর পাড়ে পুরাতন একটা ডাকবাংলোয় একাকী অবস্থান করতে থাকলাম। ডাকবাংলোর কেয়ার টেকারের বাসা অদূরে, সে আমার দেখাশোনা করে, বাসা থেকে খাবার রান্না করে পাঠায়। আমি কিছু দিনের জন্য তার পেইং গেষ্ট হয়ে গেলাম।

তখন মোবাইল ফোন চালু হয়নি, উপজেলা পর্যায়ে সাধারন টেলিফোন সেবাও বর্তমানের মত ছিল না। সকল টেলিফোন যোগাযোগ হত উপজেলায় অবস্থিত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হয়ে। প্রয়োজনীয় একটা নম্বর পেতে কখনও কখনও ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগত। বিপদে আপদে সাহায্যের জন্য কাউকে টেলিফোন করার উপায় ছিল না। উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ করে প্রত্যন্ত উপজেলাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল খুবই খারাপ, দিনে রাতে সব মিলে ৩/৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকত। রাতে বেশীরভাগ সময় মধ্য রাতের পর বিদ্যুৎ আসত।

আমি যোগদান করি মে মাসের শেষ দিকে। প্রায়শই রাতে প্রচন্ড গরমে বিদ্যুৎবিহীন সময় ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে সময় কাটাতাম। বারান্দা গ্রিল দিয়ে ঘেরা ছিল। কেয়ার টেকার রাতের খাবার দেওয়ার পর গ্রিলে তালা লাগিয়ে চলে যেত। আমার কাছে অবশ্য একটা বিকল্প চাবি থাকত। আমার যোগদানের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছিল। তখন তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করে ভোটারের বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভোটার করা হ'ত। ভোটার করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা হ'ত যা অফিসেই সমাধান করতাম।

একরাতের ঘটনা। মধ্য রাত পার হয়ে গেলেও বিদ্যুৎ আসল না। জ্যোৎস্না রাত, আকাশে হালকা মেঘ ছিল। ফলে গুমোট গরমে অস্বস্তিকর অবস্থা ছিল। ডাকবাংলোর কেয়ার টেকার আমার রাতের খাওয়ার পর বারান্দার গ্রিলে তালা লাগিয়ে চলে গেল। আমি বারান্দায় বসে নদীর পাড়ে শেয়ালের আনাগোনা দেখতে লাগলাম। কখনও একটা দুইটা আবার কখনও এক ঝাঁক শেয়াল এসে নদী তীরে খাবার খুঁজতে লাগল বা নদী থেকে পানি খেতে গেল।

এমন সময় হঠাৎ এক লোক এসে গ্রিলের বাইরে দাড়িয়ে কোন ভূমিকা ছাড়াই বললো 'সাহেব, আপনি নতুন এসেছেন, কিন্তু আপনার লোক আমার নাম ভোটার তালিকায় উঠাচ্ছে না।' অন্য সময় হলে হয়ত তাকে পরদিন অফিসে দেখা করতে বলতাম। কিন্তু লোকটার কথা বলার স্টাইল দেখে এবং নির্জনতা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে তার সাথে কথা বলতে চাইলাম। লোকটাকে বেশ স্মার্ট মনে হল। সে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলছিল যা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার মত না। গলাটা একটু সর্দি বসা, কিন্তু শান্ত স্পষ্ট।

কথা বলার এক পর্যায়ে লোকটা হঠাৎ বললো, 'সাহেব, আপনার খুব সাহস বোধ হয়'। আমি কিছু বলার আগেই সে আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'তাছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে ভুত-টুত তো আর কেউ বিশ্বাস করে না। সে আরো বলতে থাকলো, ধরুন, আমি যদি বলি, আমার শরীর টা ঠিক মানুষের মত নয়, ঘোড়ার মত। তা হলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? না ভয় পাবেন?' এ কথা বলার সাথে সাথে আমি তাকিয়ে দেখি লোকটার গায়ের রং বাদামী, শরীর লম্বা রোমে ঢাকা, পা দুটো ঘোড়ার পিছনের পায়ের মত উল্টা দিকে ঘোরানো। মাথাটা ঘুরে গেল।

তারপর কি হল জানি না। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখি ডাকবাংলোর কেয়ার টেকার চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে।

লেখক: অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

সাঁঝের রংধনু

মোঃ আইনূল হক গাজী

রাতের দ্বিপ্রহর গত প্রায়। নির্জনতার বুক চিরে ঝিঁঝি পোকার সুরেলা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে মধুর আঘাত হানে। নীলিমা'র কোলজুড়ে সাদা মেঘের ছড়াছড়ি। নুয়ে পড়া নারকেল পাতা'র ফাঁক দিয়ে স্নিগ্ধ জোছনার হাতছানি। লস্কর বাড়িতে তস্কর ঠেকাতে তৎপর বিনিদ্র ভষকের দল। মাঝে মাঝে নিজস্ব আওয়াজ তুলে মালিককে জানান দিচ্ছে দায়িত্বে লেশমাত্র অবহেলা নেই তাদের। বাস্তবে এই মহৎ গুনের অধিকারী তারা। মালিকের প্রতি অবিচল আস্থা আর আনুগত্য রয়েছে এই প্রাণীটির। অনেক মানুষ নামের দোপায়ী প্রাণীর মাঝেও যেটি অনুপস্থিত।

ডাহুক আর হুতোমের ভয় জড়ানো ডাকে রাতের নীরবতায় ছেদ পড়ে। ছেদ পড়ে আমার ঘুমের দ্যুতিতে । চোখজুড়ে তবু ঘুমের আলতো ভাব। ঘুমঘোরে চোখের সামনে ভাসতে থাকে অফিসের প্রতিদিনকার প্রতিচ্ছবি। ছোট্ট টিফিন বক্স, জলদি ঘরে ফিরতে জায়া-দুহিতার নিষ্ফল আকুতি, বয়সের ভারে ন্যুব্জ দ্বিচক্রযান, শহুরে পিচঢালা পথ, চায়ের কাপে সিমুর ব্যস্ততা, কাঠের কেদারা- এমনি কত কী!.....আর মানুষের আনাগোনার ছবি তো আছেই। সকল কাজে জাতীয় পরিচয়পত্রের অপরিহার্যতা দেখা দেয়ায় প্রতিনিয়ত নির্বাচন অফিসের চত্বরগুলো সেবাপ্রার্থীদের পদধূলায় পরিপূর্ণ হওয়ার উপক্রম। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলে লোকের সমাগম। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরামহীন কর্মে নাভিঃশ্বাস ওঠে। সমস্যার যেন অন্ত নাই। কেউ তুষ্ট আবার কেউ রুষ্ট। সংশোধন আর অভিযোগের স্তুপ জমা পড়ে। স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে স্তুপের জটলা আর কাটে না। মানুষের আশা যাওয়ার রেশও তাই মেটে না। কী করে মিটবে? অনেক আশা ভরসা কেন্দ্রস্থল এখন এনআইডি। রন্ধনশালা আর পাঠশালা নয়; আটলান্টিক কিংবা প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে স্বপ্নীল ইউরোপ-আমেরিকায় পথে উড্ডয়নেও এনআইডি'র উপর ভর করা লাগে। মোদ্দা কথা, এনআইডি'র বিকল্প বলতে আপাততঃ কিছু নাই। এহেন জনগুরুত্বপূর্ণ যে জাতীয় পরিচয়পত্র তা মূলত ভোটার তালিকা'র একটি উপজাত। সংবিধান অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়ন, হালনাগাদ, সবকিছু নির্বাচন কমিশনের অন্যতম প্রধান কর্ম। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নে ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি সংযোজন ছিল নির্বাচন কমিশনের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যার আধুনিক বিবর্তন জাতীয় পরিচয়পত্র। তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় গোটা বিশ্ব যখন উন্নয়নের চরম শিখরে তখন এদেশের নির্বাচন কমিশনও আর বসে থাকবে কেনো। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ হিসেবে ইভিএম একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইভিএম এর মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে ভোট প্রদান করা যায়। নির্বাচনি সামগ্রী বন্টনের মতো সময়সাপেক্ষ বৃহৎ একটি কর্মযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত ও আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে ইভিএম। দেশের নিরক্ষতার হার এখন শূন্যের কোঠায়। কাজের বেটি রহিমারাও এখন ফেসবুকে স্ট্যাটাস লেখে। লাঙ্গলের মুঠি ছেড়ে ট্রাক্টরের স্টিয়ারিং-এ কৃষকের নির্ভরতা। তাই মার্কা চিনে যোগ্য জনে ইভিএমে ভোটদানে এখন আর আগ্রহের কমতি নেই।

দেশমাতৃকার উন্নয়নে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তার জন্ম লগ্ন থেকে নিয়োজিত। আজকের যে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র ভোটার তালিকা হলো তার মূল উপাখ্যান। যা প্রত্যাখ্যান করার লেশমাত্র সুযোগ নাই। নির্বাচন কমিশনের মাতৃছায়ায় সযত্নে লালিত লক্ষ লক্ষ ভোটারের ডাটাবেইস। এ যেন মহাকবির এক অমর মহাকাব্য। সহস্র প্রাণের নিবেদিত কর্মে গড়া ভোটারের তথ্য-পিরামিড আজ পরিপূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনায় এনআইডি এখন জরুরি সেবা'র অন্তর্ভুক্ত। দিনে-দিনে মূল্যবান রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র। মূল্য ও মান বিবেচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পদের রক্ষাকবচের চাবি বহন করার দাবী অন্যদেরও রয়েছে। তবে সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রায়োগিক ভূমিকায়

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিঃসন্দেহে সার্বিক সফলতায় সর্বাগ্রে। বিচ্ছিন্ন দু'একখানা ঘটনার জন্ম হয়নি ধরাধামে এমন পূত স্থানের সন্ধান মেলা ভার। নিরাপত্তার বিশেষ সহায়ক হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তি'র সাথে ডাটাবেইজ এর ব্যবহার এখন সর্বজনবিদিত। রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে এনআইডি'র রয়েছে যথোপযুক্ত সম্পৃক্ততা । সকল সেবা সহজীকরণে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভূমিকা এক কথায় অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের সেবা পেতে, সেবা দিতে এনআইডি'র অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। অনেক বন্ধুর পথ মাড়িয়ে নির্বাচন কমিশন আজ স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। গোধূলী'র আসমানে ঠিক যেমন উজ্জ্বল রামধনুর জৌলুসভরা উদ্দীপ্ত বিচরণ; সোনালী রোদ্দুরে স্নাত মহাকালের মহীরুহ।

তবে প্রতীক্ষিত প্রহরের পথ না পেরুতেই হঠাৎ কালো মেঘের ঘনঘটা; অশনির উত্তাল কালস্রোত আছড়ে পড়ে সাগর পাড়ে; মহীরুহের শাখা-প্রশাখায় ঝড়ো হাওয়ার উন্মত্ততা। নিমিষেই ফিকে হতে থাকে রাংধনুর রং। এমন সহস্র অগোছালো ভাবনার আনাগোনার ভিড়ে নীলাভ আলোয় হঠাৎ বাইরে কিম্ভূতকিমাকার শব্দে আমার সম্বিত ফেরে। শব্দের উৎস অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হলো, মুরগীর খুপীতে ক্ষুধাতুর শৃগালের অতর্কিত হামলা। সজোরে আওয়াজ তুলতেই দৌঁড়ে পালায় বেচারা। খুপী ঠিকঠাক বন্ধ না করে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে অর্ধ যামিনী জাগ্রত আমার অর্ধাঙ্গিনী। চুপিসারে বকুনির ঝড় বইয়ে দিলাম তাকে। এসবের কিঞ্চিৎ তোয়াক্কা না করে নাক ডাকার দ্বিগুন ভলিউমে ঘুমে ফের অবগাহন করলেন তিনি। তবে বিচ্ছুরিত বিবাদবাণী গিন্নীর কর্ণগহ্বরে পৌঁছালে বড্ড ভালো কিছু যে হতো তেমনটি নয়। যাই হোক অর্ধমৃতের সাথে অযথা প্রলাপ স্রোতে লাভ নেই জেনেও একাকী বনবনিয়ে আত্মতৃপ্ত বোধ করলাম। বলা চলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্ব চ্যাম্পিয়ন। বিশেষ চান্সের এই চ্যাম্পিয়নে কিছুটা তৃপ্তি বোধ করতেই দূরের মিনার থেকে ফজরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসলো। সবকিছুর ইতি টেনে ভাবনার আকাশে মধ্য রজনীতে উদিত 'সাঁঝের রংধনু'-কে মননে ধারণ করে অফিস যাত্রার প্রারম্ভিকতা হিসেবে প্রক্ষালণ কক্ষে অন্তরিত হলাম।

লেখক: উচ্চমান সহকারী, আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, খুলনা

কবিতা

প্রত্যয়

-শারমীন আফরোজ

পাড়া কিংবা অলিগলি,
চায়ের কাপে তুফান তুলি।
ঢেউয়ের তোড়ে তুবড়ি ছোটে,
নেতা ছোটেন মাঠে- ঘাটে।

ময়না এবার নতুন ভোটার,
স্বপ্ন আঁকে কেন্দ্রে যাবার।
ইভিএমে বোতাম চেপে,
গণতন্ত্র এগিয়ে নেবে।

বয়স্ক আর প্রতিবন্ধী, থাকবে না'ক ঘরে বন্দী,
এগিয়ে যাবে সম্মুখ পানে, হবে এবার সঙ্গী।
সবার ভোটের মূল্য সমান,
সহানুভূতি নয়, অধিকারেরই প্রমাণ।

চাকমা, মারমা, কুকী, খুমী,
বাংলা মায়ের আঁচল চুমী।
রাম, রহিম আর গৌতম, জন,
দৃঢ় চিত্তে করেছে পণ।

স্বপ্ন আঁকে দু'চোখ জুড়ে,
ভাসবে না'ক স্রোতের তোড়ে।
সোনার বাংলা গড়বে মিলে..
এ চির প্রত্যয়.....

লেখক: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।

এনআইডি বচন

মোঃ আইনূল হক গাজী

এনআইডি জালিয়াতি!
দেশ ও দশের ক্ষতি;
বাড়ে কাজে দুর্গতি,
জন্ম নেয় দুর্নীতি ।

দ্বৈত ভোটার অবৈধ অতি-
পড়লে ধরা নাই গতি;
হোকনা বড় কোটিপতি-
'হাতকড়া' পরিণতি ।

তথ্য গোপন, বিকৃতি-
যে করে সে দুষ্কৃতি;
সহজ কী তার নিষ্কৃতি?
দন্ড বিনে নয় প্রীতি ।

করলে কাজে গাফিলতি-
নষ্ট যশ নষ্ট খ্যাতি;
পদে পদে অবনতি,
জটিল হয় পরিস্থিতি ।

দুষ্ট জনের নষ্ট মতি-
নকল অন্যের 'পরিচিতি';
ধরার পরে 'শোকগীতি'
কেউ শোনেনা সেই মিনতি ।

টেকনোলজির তেলেস্মাতি-
চেনে না সে রাজার নাতি;
অ্যাফিস, ম্যাচিং প্রযুক্তি
ধরাশায়ী ভুয়া ব্যক্তি ।

আইনে নাই সম্মতি-
ছাড়বো এমন অসংগতি;
মিলবে সেবার প্রতিশ্রুতি-
প্রত্যাশিত অগ্রগতি ।

ভোটার হতে যথারীতি-
মানতে হবে নিয়ম-নীতি;
দুর্নীতির হবে ইতি,
উন্নয়নে ভাসবে জাতি ।

লেখক: উচ্চমান সহকারী, আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, খুলনা

আরেক স্বাধীনতা

মোঃ মাইনুল ইসলাম

অগ্নি-ঝরা সংগ্রামের মাস
বজ্র কণ্ঠের ভাষণের মাস
এ মাস ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রকাশের মাস
এ মাসেই জন্মে ছিল সবার প্রিয় নেতা,
এ মাসেই আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

আঠারো বছর বয়স হলেই
নির্বাচন অফিসে এসে,
ভোটার হও তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী
কৃষক-মজুর-জেলে,
এসো সকলে মিলে বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলি
“মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, রক্ষা করব ভোটাধিকার”।

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়ে
অধিকার আদায়ের সংগ্রামে
অগ্নি-ঝরা মার্চে জেগে ওঠো জনতা,
এ যেন স্বাধীন দেশের মানুষের
আরেক স্বাধীনতা।

লেখক: উচ্চমান সহকারী, জেলা নির্বাচন অফিস, চুয়াডাঙ্গা।

তোমার জন্ম দিনে

মোঃ কামাল হোসেন

চাপ বেড়েছে প্রচুর কাজের
নাইতো সময় আর,
ভোটার দিবসের জন্ম দিনে
মুখ করিও না ভার।

ভোটার দিবস রাঙিয়ে দিবো
করবো নাকো হেলা,
জন্ম দিনের আলোক সাজে
যাচ্ছে কেটে বেলা।

কামার, কুমার, ধনী, গরীব,
মুচি, মেথর, জেলে,
২রা মার্চ সঙ্গি হবো
আমরা সবাই মিলে।

দিন পেরিয়ে, মাস গড়িয়ে,
বছর হলো শেষ।
ভোটার দিবস পা দিলো আজ
চারে বাংলাদেশ।

সঠিক তথ্যে ভোটার হবো
মিথ্যার দিন শেষ,
গড়বো মোরা সবাই মিলে
সোনার বাংলাদেশ।

লেখক: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মহেশপুর,ঝিনাইদহ।

ফটো গ্যালারি

Photo Gallery

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ এর উদ্বোধন করছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশন

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা

ফটো গ্যালারি

তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নুরুল হুদা

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ এ নির্বাচনি পদক গ্রহণ করছেন মো: আলাউদ্দিন, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ এ নির্বাচনি পদক গ্রহণ করছেন মো: ইউনুচ আলী, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২১ এ নির্বাচনি পদক গ্রহণ করছেন রৌশন আরা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ফটো গ্যালারি

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে মাননীয় কমিশন

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ গ্রহণ করছেন

ফটো গ্যালারি

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন ভবনে স্বাগত জানাচ্ছেন

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মো: আনিছুর রহমান কে স্বাগত জানানো হচ্ছে

ফটো গ্যালারি

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মো: আলমগীর কে নির্বাচন ভবনে স্বাগত জানানো হচ্ছে

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব রাশেদা সুলতানা কে নির্বাচন ভবনে স্বাগত জানানো হচ্ছে

ফটো গ্যালারি

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগে. জেনারেল মো: আহসান হাবিব খান কে নির্বাচন ভবনে স্বাগত জানানো হচ্ছে

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি

ফটো গ্যালারি

পায়রা উড়িয়ে জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২ এর উদ্বোধন করছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশন

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি

ফটো গ্যালারি

টুংগীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক শ্রদ্ধা নিবেদন

টুংগীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক শ্রদ্ধা নিবেদন

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ এর আলোচন অনুষ্ঠান

জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ এর আলোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মো: হুমায়ুন কবীর খোন্দকার

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জাতীয় ভোটার দিবস-২০২২ এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন